Bangladesh Motor Part's & Tyre Tube Merchant's Association (BMPTTMA)

BANGLADESH MOTOR PART'S & TYRE TUBE MERCHANT'S ASSOCIATION

5 YEARS CELEBRATION

"Congratulations on reaching this incredible milestone of 50 years with us.

৫০ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

BANGLADESH MOTOR PART'S & TYRE TUBE MERCHANT'S ASSOCIATION (BMPTTMA)

Head Office: 9, North Brook Hall Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Tel: +88-02-47110402, +88 01916-980639., Mail : humaunkabirliton72@gmail.com. bmpttma@yahoo.com

Design & Printing: Ornate Accessories
Cell: +880 1869 776 037, +880 1886 388 622

AKOTA GROUP

Akota Group

(Distributor of Original & High Quality Motor Parts)

SOLE DISTRIBUTOR

ISO 9001	ISO 9001 ISO 14001	ISO 9002	QS 9000 ISO 9001	ISO 9001	QS 9000 ISO 9001
BIMETAL BEARINGS LTD.	IPL	Rane	TVS	ZXL BEARINGS	Rane
BIMETAL BEARINGS LTD. Manufacturer of Original Engine bearings & bush etc.	**INDIA PISTONS LTD.** Manufacturer of Original Pistons, Liner, Rings etc.	**RANE AUTO PARTS** Manufacturer of Original Clutch Facing Clutch Plate, Power Pump Valves etc	**SUNDRAM FASTENERS LTD.** Manufacturer of International quality Bolt & Nuts and other items.	**YOGI-HI-TECH (P) LTD.** Manufacturer of International Quality Ball Roller & Tapper Bearings	**RANE BRAKE LININGS LTD.** Manufacturer of Original Brake linings, clutch facings, Brake pads etc.

20-21, North Brook Hall Road, Dhaka-1000, Bangladesh

Phone no: 02226638778, 02226639732, 47111393

E-mail : akotabd.bd@gmail.com Web: www.akotagroup.com

সুবর্ণ জয়ন্তী
১৯৭৩-২০২৪ ইং

BANGLADESH MOTOR PARTS & TYRE TUBE MERCHANT'S ASSOCIATION

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

50 YEARS CELEBRATION

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

BANGLADESH MOTOR PART'S & TYRE TUBE MERCHANT'S ASSOCIATION (BMPTTMA)

Head Office: 9, North Brook Hall Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Tel: +88-02-47110402, +88 01916-980639., Mail : humaunkabirliton72@gmail.com. bmpttma@yahoo.com

প্রয়াত সকল মটর পার্টস ব্যাবসায়ী
কর্মকর্তা ও সদস্য বৃন্দ কে

উৎসর্গ

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব বর্তমান কার্যকরি কমিটি আমার উপর অর্পন করেছেন। আমি স্মরণিকা প্রকাশনা সাব কমিটির সকল সদস্যদের সাথে নিয়ে এ দায়িত্ব টি যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি।

স্মরণিকাটিতে সমিতির দীর্ঘ ৫০ বছরের গৌরবময় স্মৃতি সহ কেন্দ্র ও সার্কেলের ইতিহাস পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রতিষ্ঠা কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের ছবি সংগ্রহ করা ছিল অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার। এই কাজে আমাকে কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব হাজী মোঃ আসলাম, কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য কাজী ইমরান এফ, রহমান ও সংশ্লিষ্ট সার্কেলের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকগন সর্বাত্রক সহযোগিতা করেছেন। তাঁদেরকে স্মরণিকা সাব কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

উক্ত স্মরণিকায় নবীন ও প্রবীণ কর্মকর্তা ও সদস্যগন সমিতির সাথে সম্পৃক্ত অনেক কর্মকান্ড, অতীত ও বর্তমান ব্যবসায়ীক পরিবেশের অবস্থা তাদের লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। আমি আমার স্মরণিকা কমিটির পক্ষ থেকে সে সকল ব্যবসায়ীবৃন্দকে কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাদ জানাই। প্রকৃত পক্ষে আমরা ব্যবসায়ী জগতের বাসিন্দা ততটা লেখা-লিখিতে অভ্যস্ত নই। যতটুকু পেরেছি নিজেদের মত করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সে কারনে স্মরণিকাটিতে পেশাদারিত্বের অভাব পরিদৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। স্মরণিকাটিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে স্মরণিকাটি প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আমার প্রকাশনা কমিটির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও সার্কেল কমিটি সমূহ স্মরণিকা প্রকাশনায় আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন বলে আমরা স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে পেরেছি।

পরিশেষে স্মরণিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

আব্দুল হাফিজ
আহব্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা সাব কমিটি

স্মরণিকা প্রকাশনা সাব কমিটি

আব্দুল হাফিজ
আহব্বায়ক

মোঃ আমজাদ হোসেন খান
সদস্য

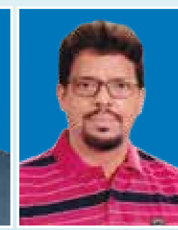

হাজী মোঃ মুজাহিদ
সদস্য

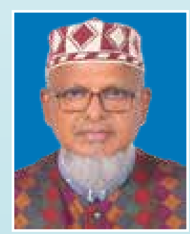

আব্দুল কাদির সিকদার
সদস্য

কাজী ইমরান এফ. রহমান
সদস্য

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান (সবুজ)
সদস্য

খায়ের উদ্দিন আহমেদ মুকুল
সদস্য

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য

মোঃ সাব্বির
সদস্য

মোঃ রিয়াজ হাসান
সদস্য

সূচী পত্র

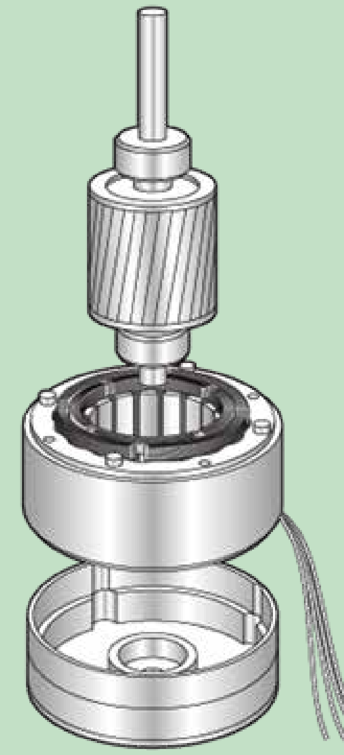

০৬
বাণী
মোঃ হাফিজুর রহমান, প্রশাসক, এফবিসিসিআই

০৭
সভাপতির বাণী

০৮
সাধারণ সম্পাদকের বাণী

০৯-১৭
বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

১৮-২৩
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

২৪-২৯
প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

৩০-৩৩
চট্টগ্রাম সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪

৩৪-৩৬
টাঙ্গাইল সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি

৩৭-৪০
বগুড়া সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

৪১-৪৪
সিলেট সার্কেলের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি

৪৫-৪৮
পাবনা সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি
(২০২২-২০২৩) (২০২৩-২০২৪)

৪৯-৫৩
মনে রেখো আমাকে

৫৪-৫৭
ঢাকা মহানগরী ও এর পরিবহন ব্যবস্থার ইতিকথা

৫৮
৫০ বছর পূর্তিতে কিছু কথা

৫৯
আমার ব্যবসায়িক ও সামাজিক
জীবনের কিছু কথা ....

৬০
স্মরণে বরণে ৫০ বৎসর পূর্তি

৬১-৬২
ভ্যাট সম্পর্কে কিছু কথা

৬৩
দূরবীণ

৬৪
বগুড়া সার্কেলের কথা

৬৫
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম

৬৬-৬৯
TPM In Automotive Maintenance
-scopes and possibilities.

৭০-৭১
বাংলাদেশে পরিবহন শিল্পের পরবর্তী যুগ

৭২-৭৩
“বেডফোর্ড এর পথচলা”

৭৪-৭৫
বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব
ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠার কিছু কথা

৭৬
অফিস স্টাফ

৭৭-৯১
ফিরে দেখা

বাণী

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বছর পূর্তি এবং এ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই আনন্দঘন মুহুর্তে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) -এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশে গত কয়েক দশকে শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক প্রসারের কারণে ব্যক্তিগত পরিবহনসহ বাণিজ্যিক পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে মটরসাইকেল, মটরগাড়িসহ সব ধরণের অটোমোবাইল যন্ত্রাংশের চাহিদা। স্থানীয় বাজারে মটর পার্টস এবং টায়ার টিউবের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই খাতের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাবৃন্দ নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাদের মেধা, শ্রম ও বিচক্ষণতা দেশের অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ খাতকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমি মনে করি, নতুন যুগের চাহিদা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব শিল্পের উদ্যোক্তাদের নিজ সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির পাশাপাশি কৌশলী হতে হবে। সারা বিশ্বে অটোমোবাইল শিল্পের যে ধারাবাহিক রূপান্তর ঘটছে তার সাথে সমন্বয় করে দেশে মটর পার্টস, টায়ার ও টিউব উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেই সাথে পণ্য উন্নয়ন, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং উদ্ভাবন ও গবেষণায় বিশেষ নজর দিতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এই খাতের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে।

অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ ও টায়ার টিউব শিল্পের বিকাশ, মান নিয়ন্ত্রণ, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ জন্য এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা পরিষদকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাচ্ছি। এ খাতের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আগামীতেও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি এফবিসিসিআই -এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহিত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রশাসক, এফবিসিসিআই

সভাপতির বাণী

আসসালামু-আলাইকুম,

আলহামদুলিল্লাহ- আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে, যিনি সর্বশক্তিমান। বিশ্ব জগতের পালনকর্তা একমাত্র তিনিই।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। ৫০-বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই সমিতির প্রথম থেকে যারা শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন পদের এবং সাধারণ সদস্য হিসাবে সমিতিতে অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অনেকেই পরলোক গমন করেছেন। আমি সেই প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাদের পরিবারের জন্য আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। সকলকে নিয়ে এবং সকলের প্রচেষ্টাতেই আজ বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি তার ৫০- বৎসর পূর্তি পালন করতে যাচ্ছে।

আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আমি সভাপতি পদে দ্বায়িত্বে থাকাকালীন সময় সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমার বর্তমান কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির যে সকল নেতৃবৃন্দ স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যে সকল ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমার হৃদয় থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশে মটর পার্টস টায়ার টিউব লুব্রিকেন্ট ব্যবসায়ী ও ব্যবসাকে সংরক্ষন, রক্ষনাবেক্ষন, পরিচালনায় সহায়তা-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী নীতি নির্ধারক,আইন প্রনোয়নকারী সংস্থা এবং আশে-পাশের সকল ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরী করার জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি প্রথম থেকেই ব্যবসায়ীদের উন্নয়ন,আইন শৃঙ্খলা রক্ষন, ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করার যে দ্বায়িত্ব পালন করে আসছে-তারই ফলশ্রুতিতে আমাদের সমিতি নর্থ ব্রুক হল রোডের গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তার পরিধি বিস্তৃত করেছে। তারমধ্যে চট্রগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, বগুড়া. টাঙ্গাইল এবং যশোর অন্যতম। এভাবে সমিতির পরিধি দিন দিন বড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বড় হবে।

এই প্রান প্রিয় সংগঠনটির প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ন বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে দ্বায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি। এই সমিতির সকল স্তরে, সকলভাবেই ভূমিকা রাখার জন্য চেষ্টা করেছি। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে-সমিতির অফিস আগে ভাড়া বাড়িতে ছিল, এখন সমিতির নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়িতে অফিস পরিচালিত হচ্ছে। "আশ্বস্ত করছি যে-পরিবার, সমাজ ও ব্যবসার ন্যায় সমিতির উন্নয়নে আমি পূর্বে যেভাবে কাজ করেছি, ভবিষ্যতে-ও সমিতির সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল সাধনে সেভাবে কাজ করে যাব ইনশা-আল্লাহ"।

আমরা চাই দেশ এগিয়ে যাবে এবং সাথে সাথে আমাদের সমিতির পরিধি আরো বিস্তৃত হবে। সমিতির আওতায় আমরা সকল মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্ট ব্যবসায়ীকে নিয়ে আসতে চাই। প্রক্রিয়া সহজ করে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে চাই। পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতে-ও প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর একটি উৎসবমূখর পরিবেশে সকলের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে চাই। আমরা চাই নেতৃত্বে আমাদের মতো প্রবীন নেতারা নতুনদের এবং তরুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে নেতৃত্বে আসার সুযোগ করে দিবেন। দেশ ও সমাজ পরিচালনায় তরুনরা এগিয়ে না আসলে দেশ ও সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না। ব্যবসায়ী জীবনের অনেকগুলো বছর আমরা একসাথে কাটিয়েছি। আপনারা যারা আমাকে সু-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন। আমার জন্য দোয়া করবেন।

আল্লাহ হাফেজ।

(মোবারক আলী)
সভাপতি
বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

সাধারণ সম্পাদকের বাণী

প্রায় ৪ যুগের ও বেশী সময় পথ পাড়ি দিয়ে আজ বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি আজ ৫০ বৎসর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। দীর্ঘ এতগুলো বছর সমগ্র বাংলাদেশের মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্টস ব্যবসায়ীদের একত্রে বন্ধনে আবদ্ধ রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবা মূলক কর্মকান্ড গুলো পরিচালনা করে আসছে। আজ এই শুভক্ষনে স-শ্রদ্ধা চিত্তে স্মরণ করছি সেই সকল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দদের যারা বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত থেকে সমিতি গঠনে ও পরিচালনায় সর্বত্র সহযোগীতা করেছেন। তারা অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই। আমি তাহাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের দীর্ঘয়ু কামনা করছি। সমগ্র বাংলাদেশের মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ীদেরকে সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তির উদযাপনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সময়ের বিবর্তনে সমিতির পরিধি ব্যপক বিস্তৃতি ঘটেছে। সমিতির আগামী দিনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাকরি। আপনাদের সকলের সহযোহিতা পেয়ে সমিতি আজ নব উদ্বীপনায় সকলের দারপ্রান্তে পৌছাতে পেরেছে। ঐক্য সমিতির মূলধন, ঐক্যের বলেই আমরা অতীতের নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করতে পেরেছি, আমরা কোন ভাবেই আমাদের ঐক্যকে বিনিষ্ট হতে দিতে পারিনা। এই প্রাণপ্রিয় সংগঠনটির সর্বশেষ ৬ মেয়াদ অথার্ৎ ১২ বৎসর যাবৎ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমি সর্বদা আমার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছি, যতটুকু করতে পেরেছি তা আপনাদের সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায়।

দেশ যত উন্নত ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হবে। সমিতির ব্যপকতা তত বাড়বে ও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহণ সেক্টর ও মটর পার্টস সেক্টর একটি বিশাল ভূমিকা রাখে। পরিবহন সেক্টরকে সচল করে রেখেছে এই মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্টস ব্যবসায়ীবৃন্দ। সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করতে আমার কার্যনিবাহী কমিটির যে সকল নেতৃবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও যে সকল ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগীতা করেছেন আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।
সর্বশেষে এই প্রাণ প্রিয় সংগঠনের সকল ব্যবসায়ীদের কল্যাণ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সু-স্বাস্থ কামনা করছি।
আল্লাহ সকলের সহায় হোন, আল্লাহ হাফেজ।

হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ চৌধুরী
মেসার্স মাসউদ এন্ড কোং

প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক

জনাব মোঃ সালাউদ্দিন আহমেদ
ন্যাশনাল মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব সামসুদ্দিন খান
সহ-সভাপতি
মেসার্স খান মটরস

জনাব আতিয়ার রসুল
সহ সভাপতি
মেসার্স এম্পায়ার মটরস

জনাব এম,এম, রহমতউল্লাহ
সহ সভাপতি
কোহিনুর ইন্ডাস্ট্রিজ

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব মোহাম্মদ জানে আলম
কোষাধক্ষ্য
চিটাগাং অটোমোবাইল

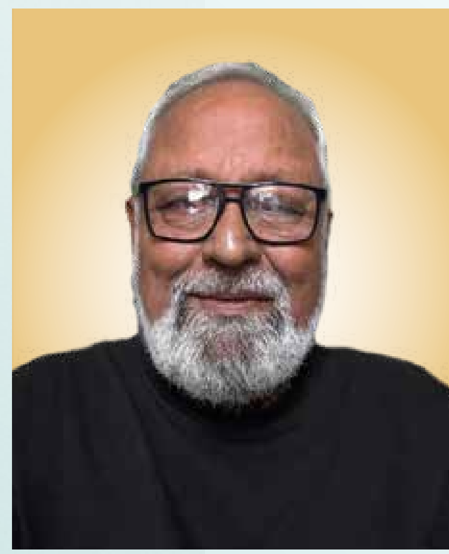

জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী
যুগ্ম সম্পাদক
অটো ষ্টোরস

জনাব মোশারফ হোসেন খান
দপ্তর সম্পাদক
ফেরদৌস মটরস

জনাব গোলাম সরোয়ার ফারুকী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আলম মোটরস এক্সেসরিজ

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব আব্দুল হালিম
কার্যকরী সংসদ সদস্য
মানু মোটরস

জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
ইউনাইটেড অটো ট্রেডার্স

জনাব হাসমত উল্লাহ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
মাষ্টার অটোমোবাইল

জনাব শাকিল আহমদ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
জামিল অটেমোবাইল

জনাব সামসুল আলম চৌধুরী
কার্যকরী সংসদ সদস্য
রেক্স অটোমোবাইল

জনাব বাহার উদ্দিন
কার্যকরী সংসদ সদস্য
কন্টিনেন্টাল মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব এম, রহমান চৌধুরী
কার্যকরী সংসদ সদস্য
অটো ওয়েজ

জনাব মাহফুজুল হক
কার্যকরী সংসদ সদস্য
এমরান ট্রেডিং কর্পোরেশন

জনাব নাজিমুদ্দিন
কার্যকরী সংসদ সদস্য
রাজু মটরস

জনাব আবু তাহের
কার্যকরী সংসদ সদস্য
পুবালী মটরস

জনাব বশির আহমেদ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
আহমদ মটরস

জনাব খন্দকার আব্দুল রউফ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
গ্রান্ড মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব সফিক আহমেদ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
ইসলাম মটরস

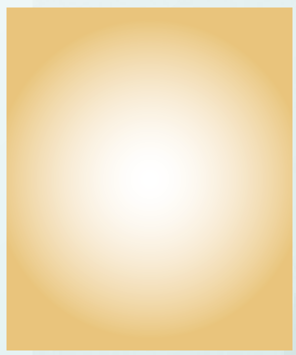

জনাব জয়নাল আবেদীন
কার্যকরী সংসদ সদস্য
আরফিন ট্রেডার্স

জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন
কার্যকরী সংসদ সদস্য
নাজিম ব্রাদার্স

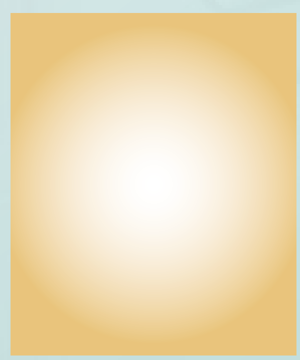

জনাব শাহজাহান
কার্যকরী সংসদ সদস্য
রহমানিয়া মটরস

জনাব আব্দুল লতিফ
কার্যকরী সংসদ সদস্য
ওভারসিজ মটরস

জনাব তোফাজ্জল হোসেন
কার্যকরী সংসদ সদস্য
হোসেন মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী কমিটি।

জনাব আবুল মিয়া
কার্যকরী সংসদ সদস্য
আবুল এন্ড কোং

জনাব মোখলেছুর রহমান
কার্যকরী সংসদ সদস্য
টায়ার হাউস

জনাব আবু তাহের
কার্যকরী সংসদ সদস্য
ইষ্টার্ন অটোস

জনাব চাঁন মিয়া
কার্যকরী সংসদ সদস্য
আলাউদ্দিন মটরস

জনাব আলহাজ্ব সেকান্দর মিয়া
কার্যকরী সংসদ সদস্য
ইষ্টান অটোমোবাইল

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ চৌধুরী

মেসার্স মাসউদ এন্ড কোং

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ চৌধুরী ১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বের নোয়াখালী সদর উপজেলার নুর সোনাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খান বাহাদুর মোহাম্মেদ গাজী চৌধুরী ছিলেন একজন আইনজীবী। জনাব মোহাম্মদ মাসউদ চৌধুরী নোয়াখালী জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তী সময় কোলকাতায় পড়ালেখা শেষ করে তিনি সেখানে ট্রেডিং ব্যবসার মাধ্যমে নিজ কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং নোয়াখালীর চৌমুহনী শহরে মাসুদ এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের ২৬১ পুরাতন গির্জায় একই নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাসুদ এন্ড কোম্পানি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে Yokohama Tire সহ জাপানের বেশ কিছু বিখ্যাত automotive parts manufacture এর সোল এজেন্ট নিযুক্ত ছিল।

২০১১ সালের ১৩ মে ৮২ বছর বয়সে তিনি ওমরাহ হজ পালন শেষে পবিত্র মক্কা নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব মোঃ সালাউদ্দিন আহমেদ

ন্যাশনাল মটরস

জনাব মোঃ সালাউদ্দিন আহমেদ ১৯২৪ সালে ঢাকার নবদ্বীপ বসাক লেন এ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল কে. এল. জুবলী হাই স্কুল থেকে। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি প্রথমে যোগদান করেছি-লেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফায়ার ব্রিগেড এন্ড সিভিল ডিফেন্স এ। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর বাবার Transport ব্যবসা "Rahmat & Sons" এ ও সময় দিতেন। ব্যবসায়ের প্রতি অপরিসীম উৎসাহ থেকেই তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকার নর্থ ব্রুক হল রোড এ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "National Motors" এর প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও তিনি তৎকালীন মতিঝিল এ অবস্থিত Dhaka Motor Vehicle Owners Association এ Secretary General হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ও সফলতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসা প্রসারে এই নব গঠিত মটর পার্টস সমিতি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছে। ১৯৭৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার গৌরবোজ্জ্বল কর্মজীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যু কালে তিনি ৭জন সন্তান রেখে গিয়েছেন, যারা পরবর্তীতে এই মটর পার্টস এবং টায়ার টিউব ব্যবসার সাথেই বিভিন্ন সময় যুক্ত হন। তার বড় ছেলে জনাব সুলতান উদ্দীন আহমেদ নাসির, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

হাজী মোবারক আলী
সভাপতি
মেসার্স মোবারক লুব্রিকেন্টস

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক
মেসার্স আসলাম অটোমোবাইল

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

মোঃ আমজাদ হোসেন খান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মেসার্স ইউনিক অটোস

হাজী মোঃ মুজাহিদ
সহ-সভাপতি
মেসার্স নিউ নিপ্পন ট্রেডার্স

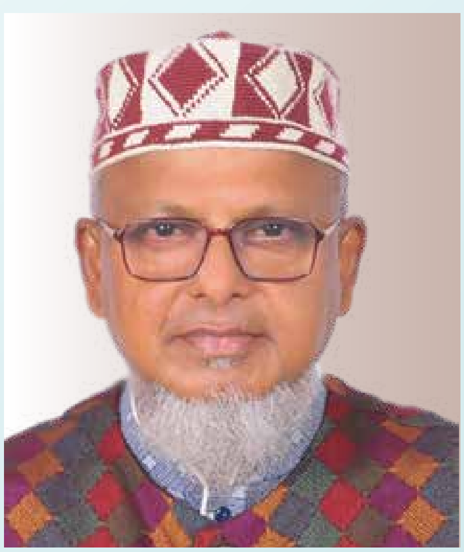

আব্দুল কাদির সিকদার
সহ-সভাপতি
মেসার্স বিজনেস মিডিয়া

মোঃ রেজওয়ান লিটন
সহ- সভাপতি
তাজরী এন্টারপ্রাইজ

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

হাজী মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্ম সম্পাদক
মেসার্স লাকী মটরস

মোঃ দানিসুজ্জামান
কোষাধ্যক্ষ
মেসার্স মুক্তি অটোস

মোঃ মোস্তাহিদ খান আরাফি
সহ সাধারণ সম্পাদক
খান ট্রেডিং

দীপক সাহা দীপু
সাংগঠনিক সম্পাদক
সাহা মটরস

মোঃ আব্দুল মালেক ভূইয়া
দপ্তর সম্পাদক
মেসার্স বাগদাদ অটোমোবাইল

আকতারুজ্জামান রনি
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মেসার্স আইডিয়াল মটরস

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

হাজী মোহাম্মদুর রহমান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
হাজী অটোমোবাইলস

মনিরুল হাসান সেলিম
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স রাজ্জাক মটরস

মোঃ রবিউল আলম মজুমদার (রুবেল)
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
রবিউল আলম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

মোহাম্মদ কুদ্দুছ মিয়া
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স রিদন এন্টারপ্রাইজ

হাজী সালেহ আহাম্মদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স সাদমান ট্রেড

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান (সবুজ)
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
আলিফ এন্টারপ্রাইজ

আব্দুল হাফিজ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স ব্রাইট অটোমোবাইল

মোঃ ইউসুফ চৌধুরী
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স ইউসুফ মটরস

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ ইং

মোঃ আমজাদ খান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
সোয়ান ইন্টারন্যাশনাল

মোঃ আরশাদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স আরশাদ অটো সার্ভিস

মোঃ আব্দুল হামিদ (আপেল)
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
আপেল এন্টারপ্রাইজ

কাজী ইমরান এফ. রহমান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
সিজন্ড সিন্ডিকেট

মোঃ কবির আহমেদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
আহমেদ মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৩

জনাব আতিয়ার রাসুল
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৪

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৫

জনাব আতিয়ার রাসুল
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৬

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৭

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব ইব্রাহিম আলী
সভাপতি

জনাব জানে আলম
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৮

জনাব ইব্রাহিম আলী
সভাপতি

জনাব মোহাম্মদ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

১৯৭৯

জনাব সামসুদ্দিন খান
সভাপতি

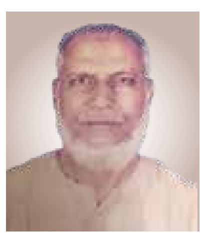

জনাব মোহাম্মদ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

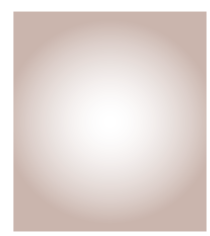

১৯৮০

জনাব সামসুদ্দিন খান
সভাপতি

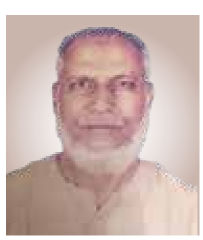

জনাব আতিয়ার রাসুল
সাধারণ সম্পাদক

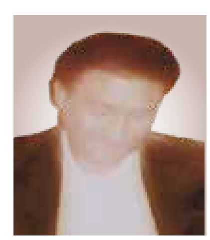

১৯৮১

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮২

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৩

জনাব মোহাম্মদ মাসউদ
সভাপতি

জনাব আনিসুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৪

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

জনাব আনিসুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৫

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ নাসির
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৬

জনাব বজলুর রহমান সিকদার
সভাপতি

জনাব সামসুদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৭-১৯৮৮

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

জনাব আনিসুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

১৯৮৯-১৯৯০

জনাব সামসুদ্দিন খান
সভাপতি

জনাব আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক

১৯৯১-১৯৯২

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

১৯৯৩-১৯৯৪

জনাব হাজী আবু ফয়েজ
সভাপতি

জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

১৯৯৫-১৯৯৭

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

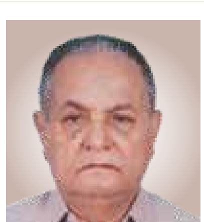

জনাব মোঃ সাহেব উল্লাহ ভূইয়া
সাধারণ সম্পাদক

১৯৯৭-১৯৯৯

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ
সভাপতি

জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

২০০০-২০০২

জনাব কাজী ফজলুর রহমান
সভাপতি

জনাব আনিসুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

২০০২-২০০৪

জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন
সভাপতি

জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

২০০৪-২০০৬

জনাব আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ
সভাপতি

জনাব হাজী বদিউজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক

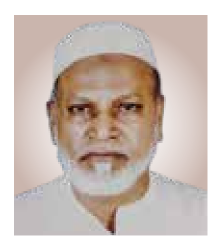

২০০৬-২০০৮

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০০৮-২০১০

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০১০-২০১২

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

২০১২-২০১৪

জনাব আনিসুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোবারক আলী
সাধারণ সম্পাদক

২০১৪-২০১৬

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০১৬-২০১৮

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০১৮-২০২০

জনাব হাজী মোহাম্মদুর রহমান
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০২০-২০২৩

জনাব হাজী মোবারক আলী
সভাপতি

জনাব হাজী মোঃ আসলাম
সাধারণ সম্পাদক

২০২৩-২০২৫

চট্টগ্রাম সার্কেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মরহুম কাজী ফজলুর রহমান
আহবায়ক

আলহাজ্ব আনোয়ারুল আলম
সদস্য

মরহুম আলহাজ্ব তোফাজ্জল হোসেন
সদস্য

১৯৮৫ সালে কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগন ও চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় মটর পার্টস ব্যবসায়ীদের সাথে সার্কেল গঠন করার বিষয়ে কয়েক দফা আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় সভা হয়। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষনের কথা চিন্তা করে ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম শেখ মুজিব রোডে চট্টগ্রাম সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত এ্যাডহক কমিটির আহব্বায়ক ছিলেন, জনাব কাজী ফজলুর রহমান, সদস্য ছিলেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও জনাব আনোয়ার আলম পাপ্পন ও জনাব জামাল আহমেদ সিকদার। ১৯৮৭ সালে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী বাবু হিমাংশু চৌধুরী। তারই ধারাবাহিকতায় আজ চট্টগ্রাম সার্কেলের কার্যক্রমের অগ্রগতি। ২০০৩-২০০৪ সালে চট্টগ্রাম সার্কেলের নিজস্ব জায়গায় একটি ৬(ছয়) তলা ভবন নির্মান করা হয়েছে। উক্ত ভবনের ৩য় তলায় চট্টগ্রাম সার্কেল অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান এই সার্কেলের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০০ জনের অধিক।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
চট্টগ্রাম সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪

সৈয়দ ওমর ফারুক
সভাপতি
মেসার্স তাহের মটরস

মোঃ আবদুল্লাহ
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মেসার্স এয়ার ট্রেড

মোস্তাক আহমেদ (বাদল)
সহ-সভাপতি
মেসার্স তাজোয়ার কর্পোরেশন

কাজী মোঃ সরোয়ার
সহ-সভাপতি
মেসার্স গোল্ডেন অটোমোবাইলস্

মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী শিপন
সহ- সভাপতি
মেসার্স ইউরেকা মটরস

ইমাম হাসান সোহাগ
সাধারণ সম্পাদক
মেসার্স সোহাগ মটরস

মোঃ নাজিম উদ্দিন
যুগ্ম সাধারন সম্পাদক
মেসার্স শাহজাহান ব্রাদার্স

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সহকারী সম্পাদক
মেসার্স মাহবুব অটো ট্রেডার্স

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
চট্টগ্রাম সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪

মোঃ নাছির উদ্দীন
সাংগঠনিক সম্পাদক
মেসার্স এম এস এন অটোমোবাইলস

মোঃ সহিদুল আলম চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
মেসার্স সেলিম মটরস

মোঃ ছাবের উদ্দীন
দপ্তর সম্পাদক
মেসার্স শাহাজাহান মোটরস

ইরফানুল কবির
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মেসার্স আরকান অটোপার্টস

মোঃ শাহ আলম খান
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স আলম ব্যাটারী হাউজ

জিয়া উদ্দীন রাসেল
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স ডি.এস. কর্পোরেশন

মোঃ আনোয়ার হোসেন
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স রাফিদ অটোমোবাইলস

মোঃ সাজেদুল আলম মিন্টু
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স অটো ভিশন

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
চট্টগ্রাম সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৪

বাসুদেব চৌধুরী
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স চৌধুরী মটরস

নাজমুল আলম রাকিব
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স বেঙ্গল অটো এজেন্সীজ

মোঃ আব্দুল হালিম
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স এস.কে মটরস

মোঃ আব্দুল হালিম
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স এম. এ গরীব এন্টারপ্রাইজ

সৈয়দ হাসান জামিল
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স জে কে এফ ট্রেডিং

মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স বিয়ারিং কালেকশন

মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স ফেমাস মটরস

আলহাজ্ব আবদুল ছালাম
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স সাগরিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

মোঃ তৌহিদ উদ্দিন চৌধুরী
কার্যকরী কমিটির সদস্য
মেসার্স নওয়াল অটো

টাঙ্গাইল সার্কেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

গণেশ চন্দ্র পাঞ্জা
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি প্রত্যেক জেলায় ১টি করে সার্কেল গঠন করার লক্ষ্যে সমিতির তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক জনাব আনিসুর রহমান অন্যান্য কেন্দ্রিয় কর্মকর্তাদেরকে সাথে নিয়ে টাঙ্গাইল মটর পার্টস ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন, টাঙ্গাইলের ব্যবসায়ীগন নিজেদের সুসংগঠিত ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য ইউনিট গঠন করার জন্য একমত পোষন করেন। ১৯৮৬ সালে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ঠ একটি আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আহব্বায়ক কমিটির আহব্বায়ক ছিলেন মরহুম আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সদস্য সচিব ছিলেন গণেশ চন্দ্র পাঞ্জা। ৬ (ছয়) মাস পর উক্ত আহব্বায়ক কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পূনাঙ্গ কমিটি গঠন করেন, পূনাঙ্গ কমিটির সভাপতি ছিলেন মরহুম আব্দুল গফুর ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন গণেশ চন্দ্র পাঞ্জা। সে সময় টাঙ্গাইল সার্কেলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জন। সার্কেলের কার্যক্রমের প্রসারে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮২ জন।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
টাঙ্গাইল সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি

নাছিম আহমেদ
সভাপতি
মেসার্স নাছিম মটরস

আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মেসার্স মা এন্টারপ্রাইজ

গোপন কুমার ভৌমিক
সহ-সভাপতি
মেসার্স রুমা মটরস

মোঃ মিজানুর রহমান
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স আসিফ মটরস

মোঃ শাহীদ খান
যুগ্ম-সম্পাদক
মেসার্স সারা মটরস

নূর-এ এলাহী শান্ত
কোষাধ্যক্ষ
মেসার্স নিউ নূরুল ইসলাম মটরস

মাধব চন্দ্র সরকার
সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক
মেসার্স উত্তরা মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
টাঙ্গাইল সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি

বাবু সুবল চন্দ্র সাহা
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স কাজল মটরস

মোঃ শফিকুর রহমান শফিক
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স সাজফা মটরস

আজিজুর রহমান পটু
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স আজিজ মটরর্স

মোঃ রূপচাঁন মিয়া
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স সূচী মটরস

মোঃ শামীম খান
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স শামীম মটরস

হারান চন্দ্র সরকার
সাধারণ সম্পাদক
মেসার্স নিউ উত্তরা মটরস

আনোয়ার হোসেন
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স হাজী মটরস

মোঃ ফজলুল হক
কার্যকারী সদস্য
মেসার্স তানিন মটরস

বগুড়া সার্কেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মরহুম হাজী শহিদুল্লাহ সরকার
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
বগুড়া সার্কেল, বগুড়া।

হাজী আব্দুর রহিম রানা
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
বগুড়া সার্কেল, বগুড়া।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি প্রত্যেক জেলায় ১টি করে সার্কেল গঠন করার লক্ষে সমিতির তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক জনাব আনিসুর রহমান অন্যান্য কেন্দ্রিয় কর্মকর্তাদেরকে সাথে নিয়ে বগুড়ার মটর পার্টস ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন, বগুড়ার ব্যবসায়ীগন নিজেদের সুসংগঠিত ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য সার্কেল গঠন করার জন্য একমত পোষন করেন। ২০০৪ সালে ১৯ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি আহব্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আহব্বায়ক কমিটির আহব্বায়ক ছিলেন আলহাজ্ব আব্দুল কাদের মন্ডল, যগ্ম আহব্বায়ক ছিলেন আলহাজ্ব আব্দুর রহিম রানা। ৬ (ছয়) মাস পর উক্ত আহব্বায়ক কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পূনাঙ্গ কমিটি গঠন করেন, পূনাঙ্গ কমিটির সভাপতি ছিলেন মরহুম হাজী শহিদুল্লাহ সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব আব্দুর রহিম রানা। সে সময় বগুড়া সার্কেলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় শতাধিক। সার্কেলের কার্যক্রমের প্রসারে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৬৫ জন।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
বগুড়া সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

আলহাজ্ব মোঃ মঞ্জু সরকার
সভাপতি
মেসার্স রাকিব মটরস

আলহাজ্ব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মেসার্স শাওন মটরস

এ.কে.এম শফিউল আলম
সহ-সভাপতি
আর.এস মটরস

খন্দকার সাখাওয়াত হোসেন
সহ-সভাপতি
মটর বিতান

হাজী আশরাফুল হক হিমু
সহ- সভাপতি
নিউ ইলাহী মটরস হিমু

মোঃ মতিউর রহমান (বাবু)
সাধারণ সম্পাদক
মেসার্স জিলাদার মটরস

আলহাজ্ব মোঃ রেজাউল করিম
যুগ্ম সম্পাদক
রেজাউল ডায়নামা মটরস

মোঃ জহুরুল ইসলাম
সহ-সাধারণ সম্পাদক
জহুরুল ভ্যারাইটি স্টোর

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
বগুড়া সার্কেলর কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

মোঃ হাবিব জাকারিয়া জাকির
কোষাধ্যক্ষ
জাকির মটরস

মোঃ সাইদ উল হক রোমেল
সাংগঠনিক সম্পাদক
এস.এস লিংক

মোঃ আব্দুর রউফ মিঠু
দপ্তর সম্পাদক
মেসার্স ইশরাফ মটরর্স

মোঃ শফিকুল ইসলাম জুয়েল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
জিম মটরস

মোঃ রবিউল ইসলাম
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স রহিমা ট্রেডার্স

আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স আলমগীর মটরস

মোঃ হারুন আর রশিদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
দুই ভাই মটরস

মোঃ পলাশ মোল্লা
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
পলাশ ডায়নামা মটরস

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
বগুড়া সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

মোঃ হেলাল উদ্দিন
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স ত্বহা মটরস

মোঃ রিপন ইসলাম
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
তায়ফে মটরস

মোঃ ইদ্রিস আলী
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
সনি মটরস

মোঃ বজলুর রহমান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স পাবনা মটরস

মোঃ নিয়ামুল করিম মিজু
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
এম.আর মটরস

মোঃ মাসুদ পারভেজ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
গালফ ফুয়লে ইনঃ পাম্প সার্ভিসেস

মোঃ আজিজুল হাকিম সেলিম
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
সেলিম মটরস

মোঃ জাকের হোসেন
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
নিউ ভূইয়া ব্রেকা সু-পেষ্টিং

মোঃ তৌহিদুর রহমান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
নাবা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল

সিলেট সার্কেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাজী নেছার আহমেদ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

মোঃ আব্দুছ ছালাম আনু
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক

কায়সার আহমদ সিমন

২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলের মটর পার্টস ব্যবসায়ীগন শহরের কদমতলী এলাকায় সিলেট জেলা মটর পার্টস ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন। সিলেট জেলা মটর পার্টস ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন হাজী নেছার আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কায়সার আহমাদ সিমন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিলেট সার্কেলের যাত্রা শুরু হয়। সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন হাজী নেছার আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোঃ আব্দুছ ছালাম আনু। বর্তমান এই সার্কেলের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২০ জনের অধিক।

সিলেট সার্কেলের বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি

এহতেশামুল হক চৌধুরী
সভাপতি

মোঃ আবুল হোসেন
সিনিয়র সহ-সভাপতি

এম,এ, জামান সুহেল
সহ-সভাপতি

কয়েছ আহমদ চৌধুরী
সহ-সভাপতি

আব্দুছ ছালাম আনু
সাধারণ সম্পাদক

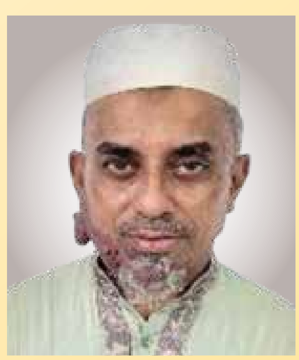

শামীম আহমদ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মুক্তার আহমদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কামরুল হোসেইন চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ

সিলেট সার্কেলের বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি

জয়নাল আবেদীন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

রুহেল আলম
দপ্তর সম্পাদক

হাজী মোঃ নেছার আহমদ
সদস্য

জাকির হোসেন চৌধুরী
সদস্য

হাজী নাছির উদ্দিন
সদস্য

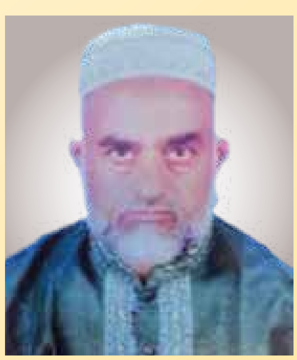

প্রকৌশলী মোঃ শওকত আলী চৌধুরী
সদস্য

আব্দুস সাদেক লিপন
সদস্য

এম ডি উবেদ সুলতান চৌধুরী
সদস্য

সিলেট সার্কেলের বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি

কামাল আহমদ
সদস্য

আব্দুল মুমিন বাচ্চু
সদস্য

শিতল ঘোষ
সদস্য

সামসুল ইসলাম
সদস্য

হাজী রাজিব রহমান জনি
সদস্য

মোঃ কামেল আহমদ
সদস্য

আনোয়ার হোসেন আনু
সদস্য

সুবল চন্দ্র সরকার
সদস্য

নাঈম হোসেন চৌধুরী
সদস্য

পাবনা সার্কেলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এনায়েত কবির শামীম
সভাপতি
পাবনা টায়ার হাউজ

মোঃ জাকির হোসেন রিপন
সাধারণ সম্পাদক
শাহিদুল অটো ট্রেডার্স

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি ২০১২ সালের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ পাবনায় একটি সার্কেল গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেন। পাবনা সার্কেলের সম্মানিত ব্যবসায়ী জনাব এনায়েত কবির শামীম, মোঃ জাকির হোসেন রিপন ও আরো কয়েজন পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় দফতরের নেতৃবৃন্দর সাথে আলাপ আলোচনা করেন, পাবনা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষন ও সু-সংগঠিত রাখার জন্য ২০১২ সালে পাবনা সার্কেলের কমিটি গঠিত হয়। পাবনা সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এনায়েত কবির শামীম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব দেলোয়ার হোসেন দিলু। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় পাবনা সার্কেলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৮জন, বর্তমানে পাবনা সার্কেলের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০ জনের অধিক।

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি: পাবনা সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২২-২০২৩) (২০২৩-২০২৪)

আলহাজ্ব মোঃ আফজাল হোসেন
সভাপতি
মোসার্স লিলি ট্রেডার্স

শহিদুল ইসলাম কালু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
নিউ সেকাস ব্যাটারী কোং

আলহাজ্ব মোঃ ইসারত আলী
সহ-সভাপতি
জিয়া মটরস

শেখ আইয়ুব আলী
সহ-সভাপতি
ইউনিক মটরস

আলহাজ্ব সাদৎ মোঃ জিন্নাহ
সাধারণ সম্পাদক
জিন্নাহ অটো ট্রেডার্স

খায়রুল ইসলাম খান চঞ্চল
যুগ্ম সম্পাদক
চঞ্চল ট্রেডিং

মোঃ রসুল রানা
সহ-সাধারণ সম্পাদক
ভাই ভাই মটরস
এন্ড টায়ার হাউজ

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সাজু
কোষাধ্যক্ষ
সাজ্জাদ ব্যাটারী এন্ড টায়ার

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি: পাবনা সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২২-২০২৩) (২০২৩-২০২৪)

মো. হেলাল উদ্দিন হেলাল
দপ্তর সম্পাদক
হেলাল অটো ট্রেডার্স

মোঃ আব্দুল হালিম প্রামানিক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রিফাত টায়ার হাউজ

এ এইচ এম মাহমুদুজ্জামান শহীদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
বি.এন.এস অটো ট্রেডার্স

মোঃ রাশেদুল হাসান মানিক
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
এম.টি.এম অটো মোবাইলস

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মোসার্স নিউ মদিনা ট্রেডার্স

মোঃ আব্দুল আজিম
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
রোমেছা ব্যাটারী

মাহবুবুল ইসলাম (প্রিন্স)
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
প্রিন্স অটো মিউজিয়াম

মোঃ পাঞ্জাব আলী খান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
পাঞ্জাব অটো

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি: পাবনা সার্কেলের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২২-২০২৩) (২০২৩-২০২৪)

আনন্দ কর্মকার
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
পাবনা অটো সার্ভিস

মোঃ ফারুক হোসেন
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
হানিফ মটরস

মোঃ মাহবুব হোসেন
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স সরকার মটরস

মোঃ উজ্জল শেখ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স উজ্জল মটরস এন্ড ওয়ার্কশপ

মোঃ মজিবর রহমান
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স সরকার মেশিনারিজ

মোঃ ওমর ফারুক
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স জে.এম. মটরস

মোঃ মামুনুর রশিদ
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মামা ভাগ্নে মটরস

বিপ্লব কুমার শাহা
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স ভাই ভাই অটো মোবাইল

মোঃ শফিকুল ইসলাম (শিমুল)
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য
মেসার্স রিতু এন্টারপ্রাইজ

মনে রেখো আমাকে

হাজী মোঃ নাজিম উদ্দীন
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও
সাবেক সাধারণ সম্পাদক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম;

আমি মোঃ নাজিম উদ্দীন, পিতা-মরহুম আলী মিয়া, মাতা-মরহুম আনু বিবি। আমার জন্ম ১৯৪৯ইং সনে ৯১/৪, নাসির উদ্দিন সরদার লেন, কলতাবাজার, ঢাকা। আমি একজন ঢাকাইয়া। ছোট বেলা থেকেই লেখাপড়ায় আমার অত্যাধিক মনোযোগ ছিল। ছোট বেলায় ৩য় শ্রেণীতে ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হই। ১৯৬৬ইং সনে উক্ত স্কুল হইতে মেট্রিক পাস করি। ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল। আমি ছোট বেলা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও হকি খেলতে পছন্দ করতাম, পরবর্তীতে উক্ত খেলাগুলি স্কুলটিমে খেলার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৬৮ইং সনে জগনাথ কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৭০ইং সনে তৎকালিন কায়েদা আজম কলেজ বর্তমানে সোহরওয়ার্দী কলেজ থেকে বি এ. পাস করি। ১৯৭২ইং সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে এম.এ. পাস করে ডিগ্রি লাভ করি। আমার লেখা পড়ার পিছনে আমার বাবা এবং মার খুব আগ্রহ ছিল। আমার বাবা ৬৫, নর্থ ব্রুক হল রোডে হোটেলের ব্যবসা করতেন সেই সুবাধে নর্থ ব্রুক হল রোডের মটর পার্টস ব্যবসায়ীদের সংগে এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমি লেখাপড়া শেষ করে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব এর ব্যবসা করি। উনাদের ইচ্ছা পূরণ করার নিমেত্তে উনার দোয়া ও সহযোগিতা নিয়ে ১৯৭২ইং সনে নাজিম ব্রাদার্স নামীয় মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসা শুরু করি। লেখা-পড়ার পাশাপাশি ব্যবসাও করা শুরু করি। আমি একজন মধ্যবর্তী একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান, ১৯৫৮ইং সনে আমার বাবা একান্ন পরিবার সহ কলতাবাজার ছেড়ে আমার লেখাপড়ার সুবিধার জন্য পাতলা খান লেনে চলে আসেন। ১৯৬৮ইং সন হইতে আমার চাচারা মটর পার্টস ব্যবসা করতেন, ইসমাইল ট্রেডিং মালিক মোঃ ইসমাইল, জোনাকী অটোমোবাইল মালিক মোঃ আব্দুল গাফ্ফার, মজিদ অটোমোবাইল মালিক মোঃ আব্দুল মজিদ, জনতা অটোমোবাইলের মালিক মোঃ রমজান মিয়া, কাইয়ুম মটরস এর মালিক আব্দুল কাইয়ুম এবং সিরাজ মটরস এর মালিক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। আমার ব্যবসা শুরু করি জীপ, চেভলেট, ডজ ও বেডফোর্ড ট্রাক ও বাস পেট্রোল চালিত গাড়ীর পার্টস দিয়ে। তখন ডিজেল চালিত বেডফোর্ড গাড়ি ও চলত। এ-ছাড়া তখন অন্য আর কোন গাড়ী বাণিজ্য কাজে ব্যবহার হতো না। আমার জানা মতে পাকিস্তান আমলে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হতো করাচী থেকে, ঢাকায় হাতে গোনা যে ৪/৫ জন

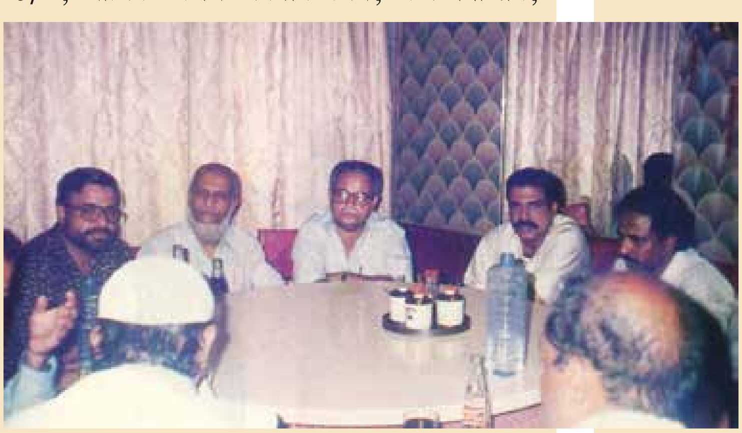

আমদানীকারক ছিলেন তারাও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী, মার্কেটের বেশীর ভাগ দোকানেও ছিল তাদের হাতে, গোনা কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কোন মতে টিকে থাকলেন।

আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমার চাচা মজিদ অটোমোবাইলের মালিক মোঃ আঃ মজিদ ও সামসুদ্দিন খান ব্যবসায়িক কাজে অনেক সাহায্য করেন, সেই সুবাদে তিনি চট্টগ্রামের বড় বড় ব্যবসায়ী যেমন, হোসেন মটরস, মাসুদ এন্ড কোঃ, ফিরোজ অটোমোবাইল, লাকি মটরস, অটোমোবাইল ইম্পোরিয়াম, ভাগ্য অটোমোবাইল এবং আরও বিভিন্ন দোকানির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ পাকিস্তানের নিকট হতে মুক্তি লাভ করেন, সময়ের প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে ব্যবসার পরিমাণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকিল। আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে মরহুম সামসুদ্দীন খান সাহেবের নজরে পড়ি, উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে আমাকে সহযোগিতা করতেন। আমি নতুন হিসাবে খান সাহেব মটর পার্টস এর বিভিন্ন পুরাতন ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আমাকে সমিতি মূখী হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করেন, শুধু তাই নয় তিনি আমাকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড করার জন্যও উৎসাহ প্রদান করেন। উনার হাত ধরেই আমি সমিতিতে প্রবেশ করি। উনার সৎ কর্মকান্ডের কথা বলে শেষ করা যাবে না। উনি ছাড়াও আমাকে যারা সহযোগিতা করেছেন, উনারা হলেন; প্রয়াত জনাব আতিয়ার রসুল, প্রয়াত জনাব জানে আলম, প্রয়াত জনাব সালাহউদ্দীন, প্রয়াত জনাব ইব্রাহিম আলী, প্রয়াত জনাব মোশারফ হোসেন খান, প্রয়াত জনাব আব্দুল মান্নান, প্রয়াত জনাব মহি উদ্দীন আহমেদ, উনারা আজ নাই, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, উনাদের আমি এবং আমাদের সমিতি চিরদিন স্মরণ করবেন।

ঢাকার আর এক কৃতি সন্তান প্রয়াত জনাব রাজ্জাক সাহেব যিনি আমাকে স্কুল জীবন থেকে খেলা ধুলায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। উনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মোঃ রশিদ সাহেবের ছেলে এবং মাওলা বঙ্গ সরদারের মেয়ের জামাই রাজ্জাক সাহেব, উনার জন্ম কলতাবাজার। উনাদের পরিবারটি ছিল একান্নবর্তী পরিবার। আমার যতটুকু স্মরণ পড়ে এই রাজ্জাক সাহেব ঢাকার বুড়ীগংঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহি ফরাশগঞ্জ

স্পোটিং ক্লাবটির সক্রিয় প্রতিষ্ঠিতা সদস্য। এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরাতন ঢাকা বাসিদের খেলাধুল-ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এই ক্লাবটি বাঃ ফুঃ ফেঃ খেলার সুযোগ পান। বর্তমানে এই ক্লাবটি অনেক প্রসার লাভ করেন। উক্ত ক্লাবটির উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া আমাদের সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম আনোয়ার হোসেন দীর্ঘ কয়েক বৎসর উক্ত ক্লাবটির কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়া আমাদের সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ আসলাম উক্ত ক্লাবটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, উপরন্ত আমাদের সমিতির অনেক সাধারণ সদস্য উক্ত ক্লাবটির আজীবন সদস্য হিসাবে এখনও বিদ্যমান আছেন। আমি এই ফরাশগঞ্জ স্পোটিং ক্লাবটির আরও উন্নয়ন কামনা করি। ঐতিহ্যবাহী বুড়ীগংঙ্গা নদী ও লালকুঠির প্বাশেই এই ক্লাবটি স্থাপিত হয়েছে।দেশের মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ঢাকা এবং চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীবৃন্দ এই সময় বুঝতে পারলেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে এবং তাদের সামগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষনে একটি জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা

দরকার ও প্রয়োজন। একাজে এগিয়ে এলেন সে সময়কার কয়েকজন ব্যবসায়ী সেই সময় আমিও উনাদের সাথে ছিলাম। সেই সময় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে যাদের অগ্রনি ভুমিকা ছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অন্যতম উনারা হলেন; মাসুদ এন্ড কোম্পানী চট্টগ্রাম জনাব মোঃ মাসুদ, হোসেন মটরস চট্টগ্রাম জনাব তোফাজ্জল হোসেন, খান মটরস ঢাকা জনাব মোঃ সামসুদ্দীন খান, ন্যাশনাল মটরস ঢাকা জনাব মোঃ সালাহউদ্দীন, নাজিম ব্রাদার্স ঢাকা জনাব মোঃ নাজিম উদ্দীন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করার প্রারম্ভে সংগঠনটির জন্য একটি সংবিধান তৈরী করার প্রয়োজন

দেখা দেয়, সেই সময় ব্যবসায়ীরা এই সংবিধানটি প্রস্তুত করতে আমার উপর দায়িত্ব অর্পন করেন। পরবর্তীতে আমার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় আমি নিজে সংবিধানটি প্রস্তুত করি। সেই সময়কার ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞ জনোচিত সিদ্ধান্ত ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো "বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি"। এই সমিতির আমি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সমিতির প্রতিষ্ঠায় বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের লাইসেন্স নম্বর (১১) এগার। আমাদের সমিতি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সমিতি গুলোর অন্যতম, যাদের অবদানে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় ৯৯% আজ পরলোকবাসী। সমিতির প্রতিষ্ঠিত সদস্যদের মধ্যে শুধু আমি বেঁচে আছি। আমার বয়স এখন ৭৬ চলমান। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের মহৎ অবদানের কথা স্মরণ করি। তারা আজ নেই, কিন্তু সমিতি আছে থাকবে। সমিতির কর্মকান্ডের সফলতার মধ্যেই তারা চিরদিন আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। আল্লাহর কাছে তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৫০ বছরে অন্যান্য ব্যবসার মতো মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্ট ব্যবসার পরিমান ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা বহুগুন বেড়েছে। নর্থ ব্রুক হল রোড ও ভিক্টোরিয়া পার্ক ছাড়িয়ে নগরীর আরও বেশ কয়েকটি স্থানে সুবিশাল মটর পার্টস ব্যবসা গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাইল,বগুড়া, ময়মনসিংহ, সিলেট ইত্যাদি এলাকায় প্রচুর মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্টস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সহ এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০/৭০ জন। দেশে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসা প্রসারের সাথে তাল মিলিয়ে সমিতির কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রসারিত হয়েছে। একটি জাতীয় ভিত্তিক সমিতি রুপে সমিতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম, যশোর, টাঙ্গাইল,বগুড়া, ময়মনসিংহ, সিলেট ও অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন সার্কেল/ ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্টস ব্যবসায়ীরা সুফল সমান ভাগে ভোগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মাঝে আজ সমিতি সংহতি ও আস্থার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে সব সময় সমিতির কেন্দ্র সহ সকল সার্কেল/ইউনিট সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতি হলো আমাদের একটি পরিবার। সমিতির ছাতার নিচে সকল সদস্যগন অবস্থান করছেন।

সমিতির প্রবৃদ্ধি ও এর কার্যক্রম বাংলাদেশে বিস্তারের পাশাপাশি ইতিমধ্যে সন্ত্রাস প্রতিরোধ সদস্য ব্যবসায়ীদের ন্যায্য স্বার্থ আদায় ইত্যাদি সহ নানা সাফল্য সমিতির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। আমার স্মরণ পড়ে ইংরেজী ১৯৮৭ সন তখন জনাব বজলুর রহমান সিকদার সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব সামসুদ্দীন খান সাধারণ সম্পাদক। নর্থ ব্রুক হল রোডের মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী ভাইদের চাঁদাবাজদের চাঁদা বাজিতে

অতীষ্ট প্রতিটি দোকানি। প্রতিটি দোকানে দোকানে চাঁদাবজী না করার জন্য নিষেধ ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে স্বীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা পরিচালনা করার সময় চাঁদাবাজ মাস্তানরা আলহাজ্ব সামসুদ্দীন খান সাহেবকে লক্ষ করে গুলি করে। পরম করুনাময় মহান আল্লাহর রহমতে গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু উনার প্রাণপ্রিয় পুত্র সাজাউদ্দীন খান (রাজা) এর পায়ে গুলি বিদ্ধ হন। পিতার সম্মুখে পুত্রের এই পরিণতি দেখে শোককে শক্তিতে পরিণত করে ব্যবসায়ী ভাইদের পাশে দাড়িয়ে উনার সুযোগ্য নেতৃত্বে তৎকালিন সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আনিসুর রহমান, আলহাজ্ব মহিউদ্দীন আহমেদ, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, মোঃ খলিলুর রহমান, হাজী বদিউজ্জামান, প্রাক্তন সভাপতি কাজী বজলুর রহমান (চট্টগ্রাম), মোঃ আরশাদ, হাজী মোবারক আলী, মোখলেছ উদ্দীন আহাম্মদ, বাবু গোপাল চন্দ্র রায়, মোঃ মুজাহিদ, আবুল কাশেম মাঝি, মোঃ নূরউদ্দীন, মোঃ নাজিম উদ্দীন স্বয়ং আব্দুল মজিদ প্রমুখ, যাদের নাম আজ আমার স্মৃতিতে নেই তথা নর্থ ব্রুক হল রোডের প্রবীণ এবং নবীণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে জনাব সামসুউদ্দীন সাহেব দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেন। এই আন্দোলনের সময় বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমাজ এবং পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি গুলো আমাদের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য উনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেন। সারা বাংলাদেশে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এই সময় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবী দাওয়া তুলে ধরেন। মটর পার্টস দোকান গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পরিবহণ ক্ষেত্রে অচলতাবস্থার সৃষ্টি হয়। পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় মটর যন্ত্রাংশের অভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ২৭ দিন বাংলাদেশের মটর পার্টস দোকানগুলি বন্ধ থাকায় দেশের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই দূর্বার আন্দোলনে তৎকালিন সরকার দাবী নামা মেনে নিতে বাধ্য হন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমিতি সবার কাছে একটি রোল মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়।

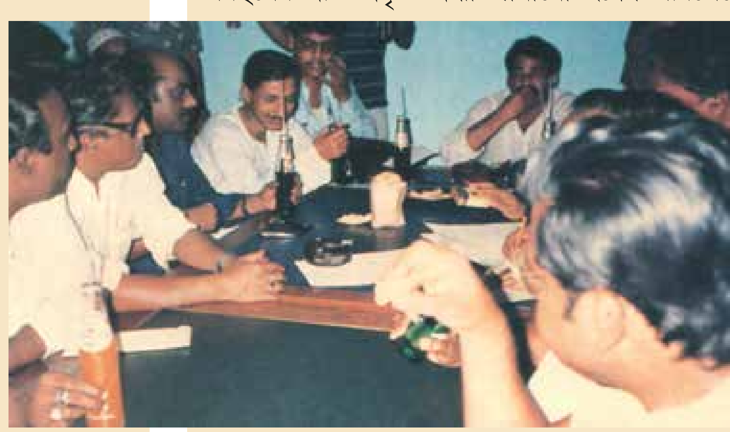

এই সমিতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি একটি অরাজনৈতিক এবং জনকল্যানমূলক সমিতি। ১৯৯৮ইং এবং ২০০৪ইং সালের ভয়াবহ বন্যায় আক্রন্ত শরনার্থীদের সমিতির পক্ষ হতে ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল ও বাংলাবাজার সরকারি গার্লস স্কুলে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিবছর সমিতির পক্ষ হতে যাকাত বিতরণ, শীতবস্ত্র প্রদান, দুস্থদের সাহায্যার্থে ফান্ড প্রদান ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত।

সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমৃত্যু সমগ্র বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী ভাইদের স্বার্থ ও কল্যাণের লক্ষে এক পতাকা তলে একত্রিত করার জন্য সে জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং বাংলাদেশ মটর পার্টস, টায়ার টিউব ও লুব্রিকেন্টস ব্যবসায় সমিতির পক্ষ থেকে তার নিকট আমরা সবাই চির ঋণি ও চির কৃতজ্ঞ। তিনি সমিতি ও সমিতির সদস্যদের কল্যাণ নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। উনার অনেক অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে। যদি নবীন ও প্রবীনদের নিয়ে সবাই মিলে মিশে মরহুমের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করতে পারে তবেই মরহুমের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। পরিশেষে পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। সমিতির প্রতিষ্ঠা বা জন্মলগ্ন থেকে অদ্যবদি সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আজও জড়িত আছি। সমিতির কর্মকর্তা

বা সদস্য বৃন্দের মধ্যে অনেকে মৃত্যু বরন করেছেন, তাদের বিধিয় আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। মানুষ মরণসীল। দুনিয়া ছেড়ে সবাইকে একদিন বিদায় নিতে হবে। আমার ৫০ বৎসর সমিতির কর্মকান্ডের সাথে জঁড়িত থাকা অবস্থায় কোন সদস্য আমার ব্যবহারে যদি মনে কষ্ট বা ব্যথা পেয়ে থাকেন আমাকে ক্ষমা করবেন বা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে রাখবেন। অদ্যবদি যেসব ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য ভূক্ত হন নাই তাদের সমিতির সদস্য ভূক্ত হওয়ার জন্য আহব্বান জানাচ্ছি। সব ব্যবসায়িরা সমিতি মনা হন এবং সমিতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করুন। এই সমিতি আপনাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সর্বদা সহয়তা ও সহযোগিতা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি ও আস্থা রাখি। ১৯৭০ সনে "অনির্বাণ সংসদঃ নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাতলা খান লেনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই। এলাকার মুরুব্বী ও যুবকদের একত্রিত করে। ইহাও ছিল একটি অরাজনৈতিক

ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলাম আমি। আমি শুধু সামাজিক কর্মকান্ডের সাথেই শুধু জড়িত ছিলামনা, ধর্মীয় কাজেও নিজেকে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছি। বাহাদুর শাহ পার্কের জামে সমজিদের সেবার কাজ করেছি, দীর্ঘ কয়েক বৎসর উক্ত মসজিদ এবং মাদ্রাসার উন্নয়নের সাথে প্রতেক্ষ্য এবং পরোক্ষ্য ভাবে জড়িত ছিলাম এবং আছি।

গত ০৩-০১-২০১১ইং রোজ সোমবার আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নাজিম ব্রাদার্স, ৭ ভিঃ পার্ক (নর্থ ব্রুক হল রোড) ঢাকা, দোকানে আমার কর্মচারী নির্মল সেন ওরফে নির্মল দত্ত সহ দোকানে কর্মরত অবস্থার সময় আনুমানিক রাত্র ৭:৪০ মিনিটে দোকানের সম্মুখের রাস্তা হইতে দুইটি মটর সাইকেলে অজ্ঞাতনামা ৪(চার) জন আরোহী আকস্মিক ভাবে তাদের হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে আমাকে লক্ষ্যকরে গুলি করে। আমার বুকের বামপাশ ভেদ করে আমার কর্মচারী নির্মল দত্ত এর মাঝার নিচে উরুতে গুলি বিদ্ধ হয়। ততপর অস্ত্রধারীরা দ্রুত পালাইয়া যায়। আমার দোকানের অন্য কর্মচারী মোঃ জাহাঙ্গীর ও প্রতিবেশী দোকানী ভূইয়া মটরস এর মালিক ও সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব হাজী সাহেব উল্লাহ ভূইয়া ও আশেপাশের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা ও সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এই সময় তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ আসলাম আমার পক্ষে এজহার দায়ের করেন এবং আমাকে সর্বত্র ভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করেন। সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তাদের এই সাহায্যের কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো। গুলি বিদ্ধ হওয়ার পরেও আল্লাহ পাক আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি একজন সমিতি ভূক্ত সাধারণ সদস্য হিসাবে তৎকালিন সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ যে ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

সমিতির বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দ সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে আয়োজন করেছেন সেই সমস্ত কর্মকর্তাদের আমার অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। "অনেক কিছু বলা হলো, তবু কিছু কথা রয়ে গেল"।

আল্লাহ হাফেজ; আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ঢাকা মহানগরী ও এর পরিবহন ব্যবস্থার ইতিকথা

আনিসুর রহমান
সাবেক সভাপতি

আমাদের অতিপ্রিয় স্বদেশ ভূমি বাংলাদেশের রাজধানী মহানগরী ঢাকা। যন্ত্রযান এবং অন্যান্য বিচিত্র বাহন প্রতিনিয়ত ছুটে চলছে নগরীর সড়ক পথে। সবখানে যান-জট-জনজটে একাকার। আজকের ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট তথা সংঙ্গে ঢাকার অতীতকে জানতে ইতিহাসের পাতায় খানিক চোখ ফেরানো যাক।

ঢাকা শহর কখন গড়ে উঠেছিল বা কোন জনগোষ্ঠি দ্বারা এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য উপাত্ত ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া গেলেও এসব নিয়ে ঐতিহাসিকের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। তবে বালু-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা একটি সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব যে প্রায় ৮০০ বছর আগেও ছিল সে বিষয়ে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়। একটি সমৃদ্ধ জনপদ বা নগরীর ভৌত অবকাঠামো সহ অন্যান্য বিষয়াদি হঠাৎ সৃজন হয় না, ঢাকার বেলায়ও সেরকম হয়নি। ইতিহাস পাঠে জানা যায় ১১শ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বেই আরব

দেশের অনেক শায়খ-দরবেশ এ নগরীতে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন। তখনকার দিনে আজকের বাংলাদেশ অন্য নামে পরিচিত ছিল। যেমন সমতট, বঙ্গ, হরিকেল, বরেন্দ্র ইত্যাদি। মোগল আমলের পূর্বে এ অঞ্চলের কয়েকটি বিখ্যাত জনপদের ইতিবৃত্ত ঢাকার ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। যেমন হিন্দু পুরানের বিখ্যাত রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী সাভার, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ ও ঈসা খাঁর রাজধানী সোনার গাঁ, গাজী কালু-চম্পাবতীর কহর দরিয়া (তুরাগ নদী) পাড়ের টঙ্গী ইত্যাদি। এসব স্বত্বেও প্রকৃত পক্ষে ঢাকার গোড়াপত্তন হয় মোগল বাদশাহ আকবরের সময়ে। তিনি পাঠান সুলতানদের পরাজিত করে পূর্বতন সমতট, হরিকেল, গৌড়, বঙ্গ, অসম ইত্যাদি নিয়ে একটি বিশাল প্রদেশ বা সুবা গঠন করে এর নাম রাখেন সুবে-বাংলা। আর এর রাজধানী হয় ঢাকা। সুদীর্ঘ কাল ঢাকা থেকেই এই বিশাল দুর্বার শাসন কাজ পরিচালিত হত। পরবর্তীতে মোগলদের দুর্বলতার সুযোগে ১৭শ খৃস্টাব্দে আবার ঢাকা কেন্দ্রিক পাঠান সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক পর্যায়ে সুলতান মুর্শীদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ঢাকা আবার একটা গুরুত্বহীন শহরে পরিণত হয়। এদেশে ইংরেজদের আগমন ঘটে ১৬শ খৃস্টাব্দে। তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল। ইংরেজদের এদেশে আগমনের সময় ঢাকা প্রদেশ বা সুবার রাজধানী হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে গোটা ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় ছিল। ইংরেজ ছাড়াও ইউরোপের অনেক দেশের বড় বড় সওদাগরেরা এ শহরে বসতি বা কুঁঠি গড়ে তোলেন। আজও তাদের নামে ঢাকায় অনেক পাড়া, মহল্লা বা রাস্তার নাম আছে। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। কিন্তু শাসন কায়েম করার পর ইংরেজরা ঢাকা বা মুর্শিদাবাদকে তাদের রাজধানী না বানিয়ে একটি অখ্যাত স্থানের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে বাংলা তথা পরবর্তীতে বিজিত সমগ্র ভারতের রাজধানী গড়ে তোলে। নাম দেয় কলকাতা। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার আড়ালে ঢাকা, ঢাকা পড়ে। ঢাকার জমিদার, বড় ব্যবসায়ী ও রইসরা পাড়ি জমান কলকাতায়। ঢাকা পরিণত হয় নগন্য এক জেলা শহরে। ইংরেজ শাসনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে প্রায় দেড়শ বছর পর ঢাকার ইতিহাসে যোগ হয় নতুন এক অধ্যায়। পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মানুষ (বিশেষতঃ বাঙ্গালী মুসলমানদের) কথা চিন্তা করে রাজনৈতিক ও প্রসাশনিক সুবিধার জন্য ইংরেজ রাজ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ (খুলনা ও যশোহর জেলা বাদে) ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে। রাজধানী হয় ঢাকা। এর ফলে ঢাকা তার পুরানো ঐতিহ্যের কিছুটা ফিরে পেল, মোগল-পাঠানদের পর ইংরেজরাও ঢাকার বিষয়ে মনযোগী হল।

বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে নবাবপুর পর্যন্ত মোগল আমলের ঢাকা শহর বিস্তৃত হল রমনা, তেজগাঁও ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত। কার্জন হল, রমনা পার্ক, হাইকোর্ট ইত্যাদি এই সময়ের ফসল। কিছু পরে যোগ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দুর্ভাগ্য, ঢাকার এই কুড়িয়ে পাওয়া সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তথাকথিত অভিন্ন বঙ্গ-বাদীদের প্রতিবাদের কারণে নতুন প্রদেশ আর তার রাজধানী আবার বাতিল হয়। ঢাকা পুর্নবার হয়ে গেল গুরুত্বহীন জেলা শহরে। এখানে বলা দরকার, ইংরেজ শাসন আমলে ঢাকার ঐতিহ্যমন্ডিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা হয়েছিল। ঢাকায় মসলীন, তৈজস পত্র, মশলা, সোনা-দানার জন্য বিদেশী সওদাগরেরা আর নাও ভেড়াতো না। প্রকৃত পক্ষে ঢাকাকে পরিণত করা হয়েছিল কলকাতার পশ্চাদভূমি রূপে। কলকাতাকে পাট সহ অন্যন্য কৃষিজাত দ্রব্য দিয়ে সেবা করাই ছিল ঢাকার নিয়তি।

এবার সূচনা আর এক অধ্যায়ের। বৃটিশ শাসনের অবসান, ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টি। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ অর্থ্যাৎ আমাদের বাংলাদেশের নাম হল পূর্ব পাকিস্তান-রাজধানী ঢাকা। প্রাদেশিক রাজধানী। দেশভাগের ডামাডোলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমন হল অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের। প্রশাসনের

বেশীরভাগ সুযোগ সুবিধাও তাদেরই। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক তথা ঢাকা বাসীদের যা প্রাপ্য তা তারা পেল না। কায়েম হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লুট পাট। পরের ইতিহাস সবারই জানা। শোষণ, বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে গোটা জাতি রুখে দাঁড়াল। পরিশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীনতা। জন্ম নিল সবুজ গালিচায় সুর্যোদয়ের লাল বৃত্তের পতাকার দেশ বাংলাদেশ। ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী ভাবে অংকিত হলো আর একটি নাম-ঢাকা। হাজার বছরের ঢাকা, আমাদের অহংকারের ঢাকার সঠিক মর্যদা নির্মিত হলো। এ পরিচয় আর কোন দিন মুছবার নয়- ইনশাআল্লাহ্। যে কোন নগরীর অপরিহার্য অঙ্গ এর পরিবহন ব্যবস্থা। মোগল পূর্বের ঢাকার পরিবহন বিষয়ে তেমন তথ্য না থাকলেও মোগল আমলে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা সম্মন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়কালে পণ্য পরিবহন ও যাত্রী

সেবায় সে সকল ব্যবস্থা ঢাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল তা ছিল উন্নত ও যুগপোযোগী। সেকালে পৃথিবীর অন্য বড় শহরগুলোর তুলনায় ঢাকা মোটেই পিছিয়ে ছিল না। নৌপথে শহরের মধ্যে যাতায়াত ও মাল পরিবহনের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর বাদামতলী থেকে পাগলা পর্যন্ত সুগভীর খাল খনন করা হয়েছিল। সারাবছর নাব্য এই খাল দিয়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন হত। লালবাগ কেল্লা হতে নবাবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রধান সড়ক। আগামসি, আগা সাদেক ইত্যাদি সড়কও বেশ চওড়া ছিল। শহরকে বিভিন্ন বকে ভাগ করে রাস্তা ও গলি পথ দ্বারা সেগুলো প্রধান সড়কের সাথে সংযুক্ত ছিল। সেই সময়ের অযান্ত্রিক যান বাহন ও নগরবাসীর জন্য যা ছিল অতি উপযুক্ত। আজও পুরাতন ঢাকাকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে একথার প্রমাণ মেলে। ইংরেজ শাসনামলের সিংহ ভাগ সময় ঢাকার জন্য কিছুই করা হয়নি। বরং একটি নগন্য জেলা শহর হিসাবে ঢাকা এর ঐতিহ্য ও সৌকর্য হারিয়ে ফেলে। ১৯০৪-১২ খ্রীঃ সময় কালে প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে আজকের নতুন ঢাকার পত্তন হয়। কিছু নতুন সড়ক ও এলাকা গড়ে ওঠে। তবে এটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। যতদুর জানা যায় ঢাকায় বাণিজ্যিক ভাবে যান্ত্রিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন পরিসেবা চালু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কালে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজরা তেজগাঁয়ে বিমান ঘাঁটি ও ২/১টি প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করে। সেই সাথে সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রযান নিয়ে আসে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ অবসানের পর সামরিক বাহিনীর পরিত্যাক্ত ঐ সব যান বাহন নীলামে কিনে ঢাকায় গড়ে ওঠে প্রথম টাউন সার্ভিস। এসব বাস সার্ভিস রুট ছিল মোটামুটি এ রকমঃ

ক) পল্টন-নবাবপুর-ইস-লামপুর-চকবাজার-লালবাগ-আযিমপুর। খ) ফুলবাড়িয়া থেকে মিরপুর হয়ে নয়ারহাট। গ) মমিন কোম্পানীর ঢাকা-ডেমরা সার্ভিস এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে নারায়ণগঞ্জ। বাস গুলোর প্রায় সবই ছিল পেট্রোল ইঞ্জিনের ফোর্ড বা শেভোলেট। পণ্য পরিবহনের ট্রাকও ঐ একই মডেলের গাড়ি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে, পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে থাকে। ষাটের দশকের

প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় ই. পি. আর. টি. সি। বাণিজ্যিক পরিবহনে ডিজেল ইঞ্জিন বিশিষ্ট বাস-ট্রাকের প্রচলন হয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে আন্তঃজেলা সংযোগ। তবে রাজধানীতে ২/৩ টি নতুন সড়ক তৈরী ছাড়া জন সংখ্যানুপাতে মহানগরের যাত্রী পরিসেবার তেমন পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে নগরে যাত্রী পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল ২ ঘোড়া টানা পালকি। নাগরিক চাহিদা মেটাতে এক সময় রিকসার প্রচলন হলো। সেই সাথে নতুন কিছু বাস রুটও চালু হলো। তবে রিকসার সাথে তাল মেলাতে না পেরে ধীরে ধীরে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ী গুলো হারিয়ে গেল। পুরাতন মডেল পেট্রোল বাস-ট্রাকের জায়গায় এল ডিজেল বাস-ট্রাক। পাকিস্তান আমলে পরিবহন সহ কোন ক্ষেত্রেই ঢাকা তার প্রাপ্য সুবিধা পায়নি। ঢাকা মহানগরী উন্নয়নের জন্য ডি. আই, টি. গঠন করা হলেও সমগ্র নগরটিই অপরিকল্পিত ভাবে বেড়ে উঠতে লাগল। পরিবহন সহ ঢাকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে শাসকদের মোটেই মাথাব্যথা ছিল না।

কালের প্রবাহে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে সূচিত হয়েছে ঢাকার নতুন এক অধ্যায়ের। রাজধানী কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে ঢাকার জনসংখ্যা জ্যামেতিক হারে বেড়েছে। একাত্তরের ২০-২৫ লাখ জনসংখ্যার জায়গায় এখন এই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ। পাকিস্তান আমলে সূচীত পরিকল্পনা বিহীন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলছে। নগরীর পরিবহন ব্যবস্থাও সেই রকম। একটি পরিকল্পিত নগরীতে যেখানে সড়ক থাকে কমপক্ষে ২৫% শতাংশ জায়গা জুড়ে সেখানে আমাদের ঢাকায় আছে মাত্র ৮% শতাংশ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে এবং আমরা এ যন্ত্রণা অহরহ অনুভব করছি। জন জট যান জটে নাগরিকের নাভিশ্বাস উঠেছে। সারা পৃথিবীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মনে হয় এমন কোন রাজধানী শহর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানকার সড়কের আয়তন অনুপাত মাত্র ৮% শতাংশ এবং যে সড়কের অধিকাংশই অপরিকল্পিত আট ফুট থেকে ১২ ফুট চওড়া। এমন দৃশ্য কোথায়ও দেখা সম্ভব নয় যেখানে সর্বশেষ মডেলের দামী প্রাইভেট কার, ভলভো দ্বিতল বাসের পাশাপাশি চলে তিন চাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ টানা রিকসা, ঠেলা গাড়ী, টালি গাড়ী বা রিকসা ভ্যান। আছে অপরিকল্পিত ভাবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে অসংখ্য বাস-মিনি বাস রুট। অথবা চলে হাজার হাজার অটো রিকসা ও ট্যাক্সি। নেই কোন সিটি টার্মিনাল বা পার্কিং সুবিধা।

প্রকৃত পক্ষে একটি আধুনিক ও বিশাল নগরীর জন পরিবহন ব্যবস্থায় রিকসা, টালিগাড়ী, ঠেলা বা বাস মিনি বাস, কোন সমাধান হতে পারে না। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, আমূল পরিবর্তন ছাড়া স্থায়ী সমাধান অর্জন করা অসম্ভব। আমাদের মহানগর পরিকল্পনাকারী ও সংশ্লিষ্টদের আগামী ৫০ বছরের কথা বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। সে সময়ের মধ্যে আশা করা যায় জয়দেবপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ এবং দক্ষিণে পদ্মাতীর পযন্ত এই মহানগরীর পরিধি বিস্তৃত হতে পারে। এগিয়ে আসতে হবে নগরীর জন পরিবহনের জন্য আধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে। তা আন্ডার গ্রাউন্ড রেল, এলিভেটেড একসপ্রেস ওয়ে বা এধরনের অন্য যে কোন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক। এমন উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা হঠাৎ করে বা সহসা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলেও এদিকেই আমাদের এগোতে হবে। সাহস ও নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে চললে সকল বাধাকেই অতিক্রম করা যায়। আজ অসম্ভব আগামীতে সম্ভব হয়। হাজার বছরের ঢাকা, ঐতিহ্যবাহী জনপদ প্রিয় রাজধানী ঢাকার নবরূপ দর্শনের প্রত্যাশায় থাকলাম আমরা সবাই। আর এই প্রত্যাশাতো অলীক কল্পনা মাত্র নয়; কারণ, অন্যান্য ঢাকার কাহিনীই তো উত্থানের, উন্নতির ইতিহাস এ কথাই সাক্ষী দেয়।

(২০০৪-২০০৬ সালের প্রকাশিত স্বরণিকা থেকে নেওয়া।

প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় ই. পি. আর. টি. সি। বাণিজ্যিক পরিবহনে ডিজেল ইঞ্জিন বিশিষ্ট বাস-ট্রাকের প্রচলন হয়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে আন্তঃজেলা সংযোগ। তবে রাজধানীতে ২/৩ টি নতুন সড়ক তৈরী ছাড়া জন সংখ্যানুপাতে মহানগরের যাত্রী পরিসেবার তেমন পরিবর্তন হয়নি। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে নগরে যাত্রী পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল ২ ঘোড়া টানা পালকি। নাগরিক চাহিদা মেটাতে এক সময় রিকসার প্রচলন হলো। সেই সাথে নতুন কিছু বাস রুটও চালু হলো। তবে রিকসার সাথে তাল মেলাতে না পেরে ধীরে ধীরে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ী গুলো হারিয়ে গেল। পুরাতন মডেল পেট্রোল বাস-ট্রাকের জায়গায় এল ডিজেল বাস-ট্রাক। পাকিস্তান আমলে পরিবহন সহ কোন ক্ষেত্রেই ঢাকা তার প্রাপ্য সুবিধা পায়নি। ঢাকা মহানগরী উন্নয়নের জন্য ডি. আই, টি. গঠন করা হলেও সমগ্র নগরটিই অপরিকল্পিত ভাবে বেড়ে উঠতে লাগল। পরিবহন সহ ঢাকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে শাসকদের মোটেই মাথাব্যথা ছিল না।

কালের প্রবাহে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে সূচিত হয়েছে ঢাকার নতুন এক অধ্যায়ের। রাজধানী কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে ঢাকার জনসংখ্যা জ্যামেতিক হারে বেড়েছে। একাত্তরের ২০-২৫ লাখ জনসংখ্যার জায়গায় এখন এই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ। পাকিস্তান আমলে সূচীত পরিকল্পনা বিহীন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলছে। নগরীর পরিবহন ব্যবস্থাও সেই রকম। একটি পরিকল্পিত নগরীতে যেখানে সড়ক থাকে কমপক্ষে ২৫% শতাংশ জায়গা জুড়ে সেখানে আমাদের ঢাকায় আছে মাত্র ৮% শতাংশ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে এবং আমরা এ যন্ত্রণা অহরহ অনুভব করছি। জন জট যান জটে নাগরিকের নাভিশ্বাস উঠেছে। সারা পৃথিবীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মনে হয় এমন কোন রাজধানী শহর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানকার সড়কের আয়তন অনুপাত মাত্র ৮% শতাংশ এবং যে সড়কের অধিকাংশই অপরিকল্পিত আট ফুট থেকে ১২ ফুট চওড়া। এমন দৃশ্য কোথায়ও দেখা সম্ভব নয় যেখানে সর্বশেষ মডেলের দামী প্রাইভেট কার, ভলভো দ্বিতল বাসের পাশাপাশি চলে তিন চাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ টানা রিকসা, ঠেলা গাড়ী, টালি গাড়ী বা রিকসা ভ্যান। আছে অপরিকল্পিত ভাবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে অসংখ্য বাস-মিনি বাস রুট। অথবা চলে হাজার হাজার অটো রিকসা ও ট্যাক্সি। নেই কোন সিটি টার্মিনাল বা পার্কিং সুবিধা।

প্রকৃত পক্ষে একটি আধুনিক ও বিশাল নগরীর জন পরিবহন ব্যবস্থায় রিকসা, টালিগাড়ী, ঠেলা বা বাস মিনি বাস, কোন সমাধান হতে পারে না। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, আমূল পরিবর্তন ছাড়া স্থায়ী সমাধান অর্জন করা অসম্ভব। আমাদের মহানগর পরিকল্পনাকারী ও সংশ্লিষ্টদের আগামী ৫০ বছরের কথা বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। সে সময়ের মধ্যে আশা করা যায় জয়দেবপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ এবং দক্ষিণে পদ্মাতীর পযন্ত এই মহানগরীর পরিধি বিস্তৃত হতে পারে। এগিয়ে আসতে হবে নগরীর জন পরিবহনের জন্য আধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে। তা আন্ডার গ্রাউন্ড রেল, এলিভেটেড একসপ্রেস ওয়ে বা এধরনের অন্য যে কোন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক। এমন উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা হঠাৎ করে বা সহসা বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলেও এদিকেই আমাদের এগোতে হবে। সাহস ও নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে চললে সকল বাধাকেই অতিক্রম করা যায়। আজ অসম্ভব আগামীতে সম্ভব হয়। হাজার বছরের ঢাকা, ঐতিহ্যবাহী জনপদ প্রিয় রাজধানী ঢাকার নবরূপ দর্শনের প্রত্যাশায় থাকলাম আমরা সবাই। আর এই প্রত্যাশাতো অলীক কল্পনা মাত্র নয়; কারণ, অন্যান্য ঢাকার কাহিনীই তো উত্থানের, উন্নতির ইতিহাস এ কথাই সাক্ষী দেয়।

(২০০৪-২০০৬ সালের প্রকাশিত স্বরণিকা থেকে নেওয়া।

৫০ বছর পূর্তিতে কিছু কথা

বাংলাদেশে মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায় জড়িত সকল ব্যবসায়ীগণের জন্য আজ একটি উৎসব মুখর দিন। ১৯৭৩ ইং সালে সমিতির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আমি তখন এই ব্যবসার সাথে জড়িত হতে পারি নাই। ১৯৮৩ ইং সালে "পদ্মা ট্রেডার্স" নামীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই সমিতির সম্মানিত সভাপতি এবং আমি একত্রে এই প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যবসা আরম্ভ করি। ১৯৮৩ ইং সাল থেকে বর্তমানে ২০২৪ ইং সাল, দীর্ঘ সময় এই ব্যবসার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে ব্যবসায়ী বন্ধুগণের প্রতিষ্ঠানিক সুখ/দুঃখ সকল বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ী সংগঠন বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির সাথে আমি সরাসরি যুক্ত ও পরবর্তিতে সংগঠনের সব সময়ের কার্যকারী পরিষদের সাথে প্রয়োজন ভিত্তিক যুক্ত থাকার সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। এটা বলা অনস্বীকার্য যে, আমাদের ব্যবসাটা প্রায় ৯৫% আমদানী নির্ভর এবং একাধিক দেশ হতে আমদানী করতে হয়। এরই প্রেক্ষিতে ব্যবসাটা অত্যান্ত টেকনিক্যাল। পন্যের মূল্য নির্ভর করে আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট এবং কোন দেশের তৈরী তার উপর।

উল্লেখিত বিষয়গুলি নিয়ে কিছু কথা বলার কারন হল, এই ব্যবসায় ঐক্যবদ্ধ থাকাটা অত্যান্ত জরুরী। বিধায় সকল ব্যবসায়ী মিলে সমিতির মাধ্যমে ব্যবসার সুবিধা অসুবিধা গুলো নির্ণয় করা এবং একইসাথে অসুবিধা থেকে ব্যবসায়ীরা যেন মুক্তি পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা। সমিতি ধারাবাহিকভাবে ১৯৭৩ ইং সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ রেখে চলে আসছে।

১৯৭৩ ইং সাল থেকে যে সকল বরেণ্য ব্যক্তিগণ আমাদেরকে একত্রে রেখে এই ব্যবসার পরিধি ও পরিবেশ বজায় রেখে আসছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী নেতাগণ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন সকলকে জান্নাতবাসী করুন। এখানে উল্লেখ্য প্রথম কমিটির মধ্যে আমার জানা মতে এক জন এখনো জীবিত আছেন, তিনিও শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে আছেন। দোয়া করি মহান রাব্বুল আল-আমীন উনাকে সুস্থতা দান করুন এবং নেক হায়াত দিন।

আরো একটি বিষয় খুবই জরুরী, উল্লেখ না করলেই নয়, সমিতির নেতাদের অদম্য সাহস ও নেতৃত্বের জন্য যতবারই সাধারন ব্যবসায়ীদের উপর বিভিন্ন রকমের আঘাত এসেছে, তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি নেতারা গুলির সামনে দাড়াতেও দ্বিধা করেননি। রক্ত দিয়ে ও বিভিন্ন ধরনের মামলা মাথায় নিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। এত ত্যাগের বিনিময়ে সাধারন ব্যবসায়ী-দের ঐক্যবদ্ধ রেখে সমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত করে বাংলাদেশ ব্যাপী ব্যবসার পরিবেশ রক্ষা করতে সমিতি সক্ষম হয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের এই ঐক্য ধরে রাখা সহ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আগামীতে সমিতির নেতাদের আরো জোরালো ভূমিকা রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করবো ভবিষ্যতে শিক্ষিত, যোগ্য এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নতুন নেতৃত্ব এসে এই সমিতির মাধ্যমে সাধারন ব্যবসায়ীগণের ব্যবসাকে সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশ রক্ষা করে, ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবেন। সমিতির পরিধি প্রতিটি জেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া একটি অপরিহার্য কাজ। আশা করবো ভবিষ্যতে জেলা ভিত্তিক সমিতির ইউনিট/সার্কেল গঠন করে সমিতির পরিধি বাড়িয়ে সকল ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

পরিশেষে সমিতির সকল কর্মকতা ও সদস্যবৃন্দ কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ আলতাফ হোসেন
প্রাক্তন সভাপতি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহর সর্বশক্তিমান ও মহান করুনাময় আল্লাহ নামে শুরু করছি।

আমার ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনের কিছু কথা ....

আমি চট্টগ্রাম জেলা সাতকানিয়া পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের অর্ন্তগত ছিটুয়াপাড়া গ্রামের সন্তান। আমি চট্টগ্রাম শহরে উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৮০ সালে হাজী অটোমোবাইলস্ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করি। মেধা, সত্য ও নিষ্ঠার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকি। আপনাদের সকলের দোয়া ও সহযোগিতায় আজ আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। ১৯৯৬ সালে সমিতির কেন্দ্রিয় কমিটির নির্বাচনে আমাকে অংশ গ্রহনের জন্য তৎকালীন সমিতির বলিষ্ঠ প্রয়াত নেতা আলহাজ্ব সামসুদ্দিন খান ও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন সাহেব আমাকে তাদের প্যানেলে নির্বাচনী প্রার্থী করেন, আপনাদের দোয়া ও সমর্থনে আমি আমার প্রথম নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সহ-সভাপতি পদ জয় লাভ করি। এরপর থেকে সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ডের সহিত জড়িয়ে পড়ি। সমিতি হচ্ছে সমিতির সদস্যদের সর্বশেষ আস্থার স্থান, সকল সদস্যদের একত্রে আবদ্ধ করে রাখার নামই সমিতি, আপনাদের সহযোগিতায় আমি ২০০৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬ (ছয়) বার সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমি পরপর ২ বার সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছি। আমি আমার কমিটির নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে সমিতিকে একটি যুগোপযোগী জায়গায় নেওয়ার চেষ্ঠা করছি। সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে আমাকে সবসময় সমিতির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ আসলাম সাহেব আমাকে যথেষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তিনি একজন নিস্বার্থবান নেতা। সমিতির সর্বক্ষেত্রে তিনি অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ সালে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা কালক্রমে আজ আমরা বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বৎসর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত সমিতির যে সকল সম্মানিত নেতৃবৃন্দ প্রয়াত হয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এবং স্ব-শ্রদ্ধ চিত্তে তাদেরকে সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে স্মরণ করছি। বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ঢাকা চট্টগ্রামের কিছু একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন, আলহাজ্ব সামসুদ্দিন খান, মোহাম্মদ মাসউদ হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, সালাহউদ্দিন আহমেদ, জানে আলম, কাজী ফজলুর রহমান তাদের অবদান কখনো ভুলার নয়।

সম্প্রতিকালে সমিতির অফিসটি ডেকোরেশন করা হয়েছে এই কাজে অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত যে সকল নেতৃবৃন্দ অর্থ ও নিরলস শ্রম দিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে বিশেষ স্মরণিকাটি প্রকাশনা কাজে কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রকাশনা সাব কমিটির যে নেতৃবৃন্দ সর্বত্র সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ভাবে জানাই ধন্যবাদ।

হাজী মোহাম্মুদুর রহমান
সবেক সভাপতি

স্মরণে বরণে ৫০ বৎসর পূর্তি

আলহাজ্ব মোঃ মোখলেসুর রহমান
সাবেক সহ-সভাপতি
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার-টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণীকায় লেখার সুযোগদানে আমি গর্বিত।

বাংলাদেশের মটর পার্টস ও টায়ার-টিউব ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা, স্বার্থরক্ষা ও সেবার মহান ব্রত রেখে, দক্ষিণ প্রান্তে ইতিহাস খ্যাত লালকুঠি ও বুড়িগঙ্গা নদী এবং উত্তর প্রান্তে ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্ক সীমানা নিয়ে ১৯৭৩ সালে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ টায়ার-টিউব ব্যবসায়ী সমিতির। সমিতির এই স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি- সে সমস্ত সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, যাহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগীতায় যাত্রা শুরু এই সমিতির। যথা-মোহাম্মদ মাসুদ, আতিয়ার রাসুল, সামসুদ্দিন খাঁন, সালাহ উদ্দিন আহমেদ, মোঃ ইব্রাহিম আলী সাহেবসহ প্রমুখ।

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ-যানবাহন। তাই সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে সচল রাখার নিরীখে মটর পার্টস ও টায়ার-টিউব একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসা। করোনাকালীন মহা-দুর্যোগ, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চরম দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতির কারণে ডলারের স্মরণকালীন মূল্য বৃদ্ধির কারণে আমদানি নির্ভর এই ব্যবসার যন্ত্রাংশ ও কাঁচা মালামাল এর যোগান অনেক কমে গেছে এবং মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য দিকে কিছু অবৈধ ব্যবসায়ীরা আন্ডার ইন ভয়েস, লাগেজ ও চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধ পথে বিভিন্ন ভাবে যন্ত্রাংশ নিয়ে আসছে। এর ফলে সরকার রেভিনিউ / শুল্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অন্য দিকে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা / আমদানিকারকরা প্রতিযোগীতা মূলক বাজার থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন। এই অবৈধ ব্যবসায়ীদের চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিরোধে বাংলাদেশ মটর পার্টস টায়ার-টিউব ব্যবসায়ী সমিতির যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মানুষ মরণশীল কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী। এই দেশে যতদিন যানবাহন চলাচল করবে, ততদিন এই মটর পার্টস ব্যবসাও চলমান থাকবে তাই পুরাতনরা চলে গেলে সেখানে নতুনদের আগমন হয়। বর্তমানে সুশিক্ষিত, জ্ঞাণী, আধুনিক মেধা-মনন সম্পূর্ণ অনেক তরুণ যুবক এই ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন। তারাও এক দিন এই সমিতির দায়িত্বে এগিয়ে আসবেন এবং এই সমিতিকে আরো বেগবান ও যুগোপযোগী করবেন বলে আমি বিশ্বাসী। প্রবীণের প্রজ্ঞা ও নবীণের গতি হোক আমাদের সমিতির মূল চালিকা শক্তি।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এফবিসিসিআই এর নেতৃত্বে বিভিন্ন এসোসিয়েশন ও চেম্বার সহ আমাদের মটর পার্টস ও টায়ার-টিউব ব্যবসায়ী সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থানকে মূল্যায়ন করে-সরকার, সংস্থা, নিয়ন্ত্রক ও মিডিয়ার সাথে অত্র সমিতির বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে, এই স্বর্ণ জয়-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজক সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ভ্যাট সম্পর্কে কিছু কথা

মোঃ আমজাদ হোসেন খান

সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভ্যাট সম্পর্কে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে যতটুকু ক্ষুদ্রজ্ঞান আহরণ করেছি সে সম্পর্কে সম্মানিত প্রিয় ব্যবসায়ী ভাইদের সদয় অবগতির জন্য ভ্যাট সম্পর্কৃত কিছু তথ্য জানানো প্রয়োজন মনে করছি যে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব নীতিতে সংস্কার আনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে Taxation Enquiry Commission (TEC) আনুষ্ঠানিক ভাবে সেলস ট্যাক্স এর বিকল্প হিসেবে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় কর ব্যবস্থায় সংস্কারের উপর একটি খসড়া সুপারিশ প্রনয়ন করে। ১৯৮৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

এ প্রতিবেদনে তিন বছরের মধ্যে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে একহার বিশিষ্ট ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে ৩১ মে ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ সংসদে পাশ হওয়ার পর ১০ জুলাই, ১৯৯১ থেকে আইনটি কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ সহ বর্তমানে ১৬৬ টি দেশে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু আছে।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট প্রবর্তনের শুরুর দিকে তেমন জনপ্রিয় না হলেও ধীরে ধীরে আইনটির পরিধি ও ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। এ আইনের আওতায় ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার কর খাতে অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৫৭ শতাংশ আহরিত হয়।

তবে ব্যাপক অব্যাহতি, সংকুচিত মূল্য ভিত্তি, ট্যারিফ মূল্য, মুল্য ঘোষনা, অগ্রিম বানিজ্যিক ভ্যাট, প্যাকেজ ভ্যাট, খাতভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ নানা রকম প্রজ্ঞাপন, আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ইত্যাদির কারনে আইনটি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। ভ্যাট চেইন ব্যবহৃত হয় এবং স্বেচ্ছা পরিপালন হ্রাস পায়। ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি ও আহরণের প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পরে। ফলে বিচ্যুতিমুক্ত ও ব্যবসা বান্ধব নতুন একটি আইনের প্রয়োজন পড়ে।

এ প্রেক্ষাপটে সরকারের নির্দেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০ সালে নতুন ভ্যাট আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদে যাচাই বাছাইয়ের পর ২০১২ সালের ১০ ডিসেম্বর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ নামে জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১৬ সালে সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ জারি করা হয়। ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে করযোগ্য আমদানি ও করযোগ্য সরবরাহের সকল পর্যায়ের ১৫% একক ভ্যাটের হার আদায়ের বিধান রেখে আইনটি বাস্তবায়নের ঘোষনা দেয়া হয়। নতুন আইন বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকায় এর বাস্তবায়ন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়।

তবে অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়। অনলাইনে দাখিলপত্র বা রির্টান জমা দেয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২০১৯ জুলাই মাস হতে নতুন আইনটি বাস্তবায়ন করা হয়। নতুন আইনে ১৫% শতাংশ হারের পাশাপাশি ১০, ৭.৫ ও ৫ শতাংশ হ্রাসকৃত হারে ভ্যাট প্রদানের বিধান করা হয়।

আমি ভ্যাট সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, ব্যবসা করলে অবশ্যই ভ্যাট প্রদান করতে হবে। সরকারের আইন অনুযায়ী সকল ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদানের আওতাভুক্ত। সে ক্ষেত্রে কোন ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদান না করলে সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং জরিমানা সহ ভ্যাট প্রদান করতে বাধ্য থাকিবেন।

“আসুন আমরা সবাই মিলে ভ্যাট প্রদান করি, আমার দেশকে স্বনির্ভর জাতি গড়ে তুলি”

২০২৫ সালের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকল ব্যবসায়ীদের সুস্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ীক সাফল্য কামনা করি।

লেখকঃ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
ও চেয়ারম্যান স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ভ্যাট, ট্যারিফ এন্ড ইনকাম ট্যাক্স।
বাংলাদেশ মটর পার্টস ও টায়ার টিউব ব্যবসায়ী সমিতি
জেনারেল বডি মেম্বার, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফ বি সি সি আই)

দূরবীণ

কাজী ইমরান এফ, রহমান
(সিজন্ড সিন্ডিকেট)

“মোটর পার্টস” ও “টায়ার টিউব” শব্দ দুটি ইংরেজী ভাষার হলেও বাংলা ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলত যানবাহন কে সচল রাখার জন্য মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব এর প্রয়োজন। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখার জন্য যানবাহন এর পাশাপাশি মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব এর প্রয়োজন রয়েছে। আমদানী নির্ভর এ ব্যবসাটি দেশ স্বাধীন এর পূর্ব থেকে মুষ্টিমেয় কিছু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সে সময় এই ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

সত্তর দশকে এই দেশের গণ ও ব্যক্তিগত পরিবহনে ইউরোপ, জার্মান, আমেরিকা এবং জাপানের তৈরী গাড়ী ব্যবহৃত হতো। ফলে মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব এর বাজার এসব দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। আশির দশকের শেষের দিকে জাপান ও ভারতের তৈরী বিভিন্ন যানবাহন বাংলাদেশের বাজার দখল করে। এসময় জাপান, তাইওয়ান ও ভারত থেকে প্রচুর মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব আমদানী হত। নব্বই দশকে ভারত এ দেশের গণ পরিবহনের একটি বিশাল বাজার দখল করে।

বর্তমানে ভারতের পাশাপাশি চীন, জাপান, তাইওয়ান থেকে প্রচুর খুচরা যন্ত্রাংশ ও টায়ার টিউব আমদানী হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন রকম পুরাতন গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ দুবাই, মালয়েশিয়া সহ অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী হয় যা রিকন্ডিশন মোটর পার্টস নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কিছু মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তুত-কৃত পণ্য স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করছে। এর মধ্যে ফিল্টার, স্প্রিংলিফ, বিভিন্ন ধরনের নাট-বোল্ট ও রাবার পার্টস এবং কাষ্ট আয়রণ বিভিন্ন পার্টস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেশে বিভিন্ন সাইজের টায়ার টিউব ও প্রস্তুত হচ্ছে।

বর্তমানে বেশ কিছু গাড়ী নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ী সংযোজনের কাজ বাংলাদেশে করছে। আগামী দিনে এসব প্রতিষ্ঠান গাড়ী নির্মানের কাজ শুরু করলে প্রচুর স্থানীয় ভাবে প্রস্তুত কৃত মোটর পার্টস ও টায়ার টিউবের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য শুধু আমদানীর উপর নির্ভর না করে এ সেক্টরটি উৎপাদন মুখি হলে দেশ ও ব্যবসায়ী উভয় লাভবান হবে।

এদেশের বিভিন্ন জেলা, শহর, উপজেলা সহ বিভিন্ন প্রান্তে মোটর পার্টস ও টায়ার টিউব এব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক জনবল নিয়োজিত আছে। তাছাড়া আমদানী নির্ভর ব্যবসা হওয়ায় সরকার এ সেক্টর থেকে প্রচুর পরিমান আমদানী শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর সংগ্রহ করে থাকে-যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহয়তা করছে। বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এবং বৈদেশিক মুদ্রার দর বৃদ্ধির ফলে এ ব্যবসা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুক্ষীন হচ্ছে। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা থাকায় ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন এল সি খুলতে পারছেন না অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানী কৃত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্য থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে এনে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এ সেক্টারটি সমৃদ্ধ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে যারা এ ব্যবসায়ে জড়িত আছে তাদের পণ্যের গুনগত মান ও বিশ্ব বাজারের দাম সম্পর্কে ধারনা আছে। এসব ব্যবসায়ীদের শিল্প স্থাপনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে যদি শিল্প বিপ্লব ঘটানো যায় তবে এ ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে পরিবহন জগতে আসছে এক বিরাট পরিবর্তন। হাইব্রিড সহ বিদ্যুৎ চালিত গাড়ীর চাহিদা ক্রমে বেড়ে চলেছে। ফলে আগামী দিনে এসব নতুন প্রযুক্তির গাড়ীর যন্ত্রাংশের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে এর প্রভাব পরবে যা এ ব্যবসার জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। আগামী দিনে মোটর পার্টস ব্যবসায়ীগণ এ চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।